

ডোলান'স ক্যাডিলাক স্টিফেন কিং

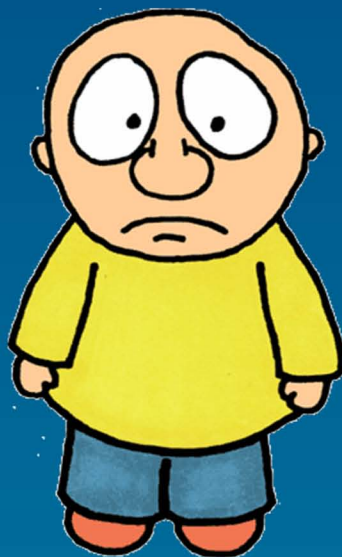
অনুবাদ : শাফকাত রাহিম



Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

**Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!**

**Don't Remove
This Page!**



**Visit Us at
Banglapdf.net**

**If You Don't Give Us
Any Credits, Soon There'll
Nothing Left To Be Shared!**

সিটফেন কিং-এর
ডোলান'স ক্যাডিলাক

আমি অপেক্ষা করছি আর নজর রাখছি সাত বছর ধরে। ডোলানকে আসতে দেখেছি, দেখেছি বেরিয়ে যেতে। চমৎকার রেস্টুরেন্টগুলোতে চুকতে দেখেছি ধোপদূরন্ত সুট পরে, সব সময়ই ভিন্ন মহিলা থাকতো তার বাহু ডোরে, সর্বদাই তার এক জোড়া দেহরক্ষী পেছন থেকে আগলে রাখতো তাকে। আমি দেখেছি তার চুল লৌহ ধূসর থেকে চমৎকার রূপালী হয়ে উঠতে যখন আমার চুল অনবরতো কমেছে, পুরোপুরি টেকু না হওয়া পর্যন্ত। আমি তাকে দেখেছি লাস ভেগাস থেকে নিয়মিত শোভাযাত্রায় ওয়েস্ট কোস্টে আসতে; ফিরে যেতেও দেখেছি। দুই কী তিনবার আমি পাশের রাস্তা থেকে দেখেছি তার সিড্যান ডি ভেলি, ওটার রংও তার চুলের মতোই, রুট ৭১ দিয়ে শা করে বেরিয়ে যেতে। বার কয়েক দেখেছি হলিউড হিলসের তার আবাস ছেড়ে একই ধূসর ক্যাডিলাকে করে লাস ভেগাস ফিরে আসতে-যদিও নিয়মিত নয়। আমি একজন স্কুল শিক্ষক। আর একজন শিক্ষকের বিস্তালালী সন্তানসীদের মতো একই ধরনের চলাচলের স্বাধীনতা নেই; এটা শুধুমাত্র জীবনের একটি অর্থনৈতিক বাস্তবতা।

সে জানে না আমি নজর রাখছি তার উপরে-কখনোই এতোটা কাছাকাছি যাই নি যে সে টের পেয়ে যাবে। সদা সতর্ক ছিলাম আমি।

সে আমার স্ত্রীকে খুন করেছে অথবা খুন করিয়েছে; যাই হোক, ঘুরে ফিরে সারকথাটা একই। বিশদ জানতে চান আপনি? আমার কাছ থেকে পাবেন না। যদি ওগুলো জানতে চান পত্রিকার পুরনো ইস্যুগুলো দেখে নিন। তার নাম ছিলো এলিজাবেথ। একই স্কুলে পড়াতো সে যেখানে আমি পড়াতাম এবং এখনো পড়াই। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াতো সে। ওরা তাকে ভালোবাসতো আর আমার মনে হয় ওরা হয়তো এখনো ভুলেতে পারে নি তাকে, যদিও এখন

টিনেজার হবে ওরা। তাকে ভালোবাসতাম আমি আর অবশ্যই এখনো ভালোবাসি। সুন্দরী ছিলো না সে, কিন্তু মিষ্টি একটা মুখ ছিলো তার। চূপচাপ স্বভাবের হলেও হাসতে জানতো। এখনও তার স্বপ্নে বিভোর থাকি আমি, তার লালচে বাদামি রংয়ের চোখের। আমার জীবনে আর কোন মেয়ে ছিলো না আর কোন দিন আসবেও না।

ডোলান অপরাধ সংঘটিত করেছিলো। এতোটুকু জানলেই চলবে আপনার। আর এলিজাবেথ সেখানে ছিলো, ভুল জায়গায়, ভুল সময়ে, জঘন্য অপরাধটি দেখতে। পুলিশের কাছে গিয়েছিলো সে আর পুলিশ তাকে পাঠিয়েছিলো এফবিআইয়ে কাছে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, সে বলেছিলো হ্যাঁ সে সাক্ষ্য দেবে। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো নিরাপত্তা দেওয়ার। হয় তারা ব্যর্থ হয়েছে নয়তো ছোট করে দেখেছিলো ডোলানের ক্ষমতাকে। হয়তো বা দুটোই। এক রাতে এলিজাবেথ তার গাড়িতে উঠে বসেছিলো আর ইগনিশনের সাথে লাগানো ডাইনামাইট মুহূর্তে আমাকে বিপত্রীক করে ফেলে। আমাকে বিপত্রীক করেছে ডোলান।

সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কেউ ছিলো না, তাই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাকে।

তার দুনিয়ার ফিরে গেছে সে, আর আমি ফিরে গেছি আমারটায়। সে গিয়েছে ভেগাসে তার পেট্রাউস অ্যাপার্টমেন্টে আমি আমার নিঝুম শ্মশানতুল্য বাড়িতে। চামড়ার পোশাকে সজ্জিত ললনারা তাকে বরণ করে নিয়েছে আর তার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলো আনন্দমুখর দুর্দান্ত সব রাত, আমার জন্য শুধুই নির্জনতা। সারা বছর ধরে চারটি ধূসর ক্যাডিলাক তার জন্য আর আমার জন্য পুরনো হতে থাকা বৃহৎ রিভিয়েরা। তার চুলের রং ক্রমেই রূপালী হয়েছে আর আমারগুলো উঠে গেছে আস্তে আস্তে।

কিন্তু আমি নজর রেখে গেছি।

আমি সতর্ক ছিলাম—ওহ্! দুর্দান্ত সতর্ক। আমি জানতাম সে কে, কী করতে পারে। আমি জানতাম সে পায়ের তলায় পিষে মারবে আমাকে একটা পোকের মতো, যদি দেখে কিংবা অনুভব করতে পারে তার জন্য আমার মনে কি অভিপ্রায় লুকিয়ে আছে। তাই আমি ছিলাম দুর্দান্ত সতর্ক।

তিন বছর আগে আমার গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময় তাকে নিরাপদ দূরত্ব থেকে অনুসরণ করে লস অ্যাঞ্জেলেস গিয়েছিলাম, সেখানে প্রায়ই যায় সে। অবস্থান করে তার চমৎকার বাড়িতে, আয়োজন করে পার্টি। লোকের আসা যাওয়া দেখেছি আমি ব্লকের শেষ প্রান্তের এক কোণ থেকে, নিয়মিত বিরতিতে পুলিশের কারগুলো যখন প্যাট্রলে আসতো আড়ালে গা ঢাকা দিতাম। আমি উঠে ছিলাম সস্তা একটি হোটেলে, ওখানে যারা থাকতো অত্যাধিক জোরে রেডিও বাজাতো আর রাস্তার উল্টো পাশের টপলেস বারের নিয়ন আলো জানালা দিয়ে এসে পরতো রুমের ভেতরে। ঐ রাত গুলোতে ঘুমিয়ে পড়তাম আমি আর স্বপ্ন দেখতাম এলিজাবেথের লালচে বাদামি চোখের, স্বপ্ন দেখতাম এসব ঘটনা ঘটে নি, আর কখনো কখনো জেগে উঠে দেখতাম অশ্রু শুকিয়ে আছে আমার গালে।

আশা হারিয়ে ফেলার খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম আমি।

সে কড়া প্রহরায় থাকে। নিশ্চিন্দ প্রহড়া। সে কোথাও যায় না ঐ দু'জন ভারী অস্ত্রে সজ্জিত গরিলাকে সাথে না নিয়ে, তার ক্যাডিলাকও আর্মড পেট্রেড। যে বড় গোলাকার চাকায় ওটা চলে সেটাও সেলফ-সিলিং ধরণের।

তারপর শেষবার আমি দেখলাম কিভাবে কাজটা সম্পন্ন করা যেতে পারে-একটা মারাত্মক আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করার আগ পর্যন্ত এটা আমি বুঝতে পারি নি।

লাস ভেগাসে ফিরে আসছিলাম তাকে অনুসরণ করে, সব সময়ই আমাদের মাঝে এক মাইলের দূরত্ব বজায় রাখতাম আমি, কখনো কখনো দুই, কখনো কখনো তিন। যখন আমরা মরুভূমিতে আড়াআড়ি পূর্ব দিকে এগুচ্ছিলাম সময় সময় তার গাড়ি দিগন্তে আলোর ঝলকানির চেয়ে বেশী নজরে পড়ছিলো না, এলিজাবেথের কথা ভাবছিলাম আমি, তার চুলে সূর্যের আলো কেমন ঝলকাতো।

সেবার তার অনেক পেছনে ছিলাম আমি। সময়টা ছিলো সপ্তাহের মধ্যভাগ আর ইউএস-৭১ রুটে গাড়ির ভীড় ছিলো না মোটেই। যখন গাড়ি ঘোড়ার পরিমাণ পাতলা হয় অনুসরণ করা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে-এমন কি আমার

মতো একজন গ্রামার-স্কুল শিক্ষকও এটা জানে। কমলা রংয়ের একটা সাইন পেরিয়ে আসলাম আমি ওটায় লেখা ডিটার ৫মাইল (ডিটার-ঘোরানো পথ, মূল পথ বন্ধ থাকলে যে বিকল্প পথ ব্যবহৃত হয়)। দূরত্ব বাড়ানোর জন্য গতি কমলাম আমি। মরুভূমির ডিটারগুলো যানবাহকে শঙ্কুগতিতে নামিয়ে আনে, ড্রাইভার যখন ধূসর ক্যাডিলাকটাকে বিকল্প কাঁচা রাস্তা দিয়ে সযত্নে নিয়ে যাবে তখন আমি চাই না আমার গাড়িটা একেবারে ওটার পেছনে চলে আসুক।

ডিটার ৩ মাইল, পরের সাইনটায় দেখলাম, তার নিচে লেখা : বিস্ফোরক এলাকা সামনে টু-ওয়ে রেডিও বন্ধ রাখুন।

বেশ আগে দেখা একটা সিনেমার ভাবনা আমার মাথায় আসলো। সে ছবিতে একদল সশস্ত্র ডাকাত একটি বুলেট প্রুফ কারকে ফাঁদে ফেলেছিলো রাস্তায় ভুয়া ডিটার সাইন লাগিয়ে। যখন একবার ড্রাইভার ফাঁদে পা দেয় এবং গিয়ে উপস্থিত হয় মরুভূমির কোন পরিত্যক্ত রাস্তায় (এমন রাস্তা হাজারটা আছে মরুভূমিতে, শিপ রোড, রেক্স রোড, পুরোনো সরকারী রাস্তা যেগুলো দিয়ে শেষ পর্যন্ত কোথাও যাওয়া যায় না) দুর্বৃত্তরা সাইন সরিয়ে ফেলে গাড়িটার বিচ্ছিন্ন হয়ে পরা নিশ্চিত করতে, এবং অবরোধ করে ঘাপটি মেরে থাকে যতক্ষণ না আর্মড কার থেকে গার্ড বেরিয়ে না আসে।

গার্ডদের হত্যা করেছিলো তারা।

আমার মনে আছে।

তারা হত্যা করেছিলো গার্ডদের।

ডিটারের কাছে পৌঁছে ঘুরে ঢুকে গেলাম ওটায়। যেমনটা ভেবেছিলাম, রাস্তা তেমনটাই খারাপ-কাদা মাটিতে ভর্তি দুই লেনের চাপা রাস্তা খানান্দরে ভরা, ঝাঁকুনিতে কুকিয়ে উঠলো আমার পুরোনো বাইক। এটার নতুন শক এন্জোরবার দরকার, কিন্তু এই খরচটা এমন ধরনের যা মাঝে মাঝে একজন স্কুল শিক্ষককে এড়িয়ে চলতে হয়, এমনকি যখন সে বিপত্তীক এবং কোন সম্ভাবন সন্তুতি নেই। এমনকি কোন শখ আহলাদও নেই শুধুমাত্র প্রতিশোধ নেওয়ার স্বপ্ন ছাড়া।

বাইকটা যখন ক্ষণে ক্ষণে লাফাচ্ছিলো আর নোংরা কাদা পানিতে

নিমজ্জিত হচ্ছিলো, একটা বুদ্ধি খেলে গেল আমার মাথায়। পরের বার যখন ওটা ভেগাস ছাড়বে এলএ-য়ের পথে কিংবা এলএ ছাড়বে ভেগাসের পথে ডোলানকে অনুসরণ করার বদলে আমি ওটাকে অতিক্রম করে সামনে যাব-এবং সামনে সামনে চলবো। আমি ভুয়া ডিটার সাইন তৈরি করবো ঐ সিনেমার মতো, ধোঁকা দিয়ে পাহাড় ঘেরা নির্জন কোথাও নিয়ে যাব, লাস ভেগাসের পূর্ব দিকে। তারপর সাইনগুলো সরিয়ে ফেলবো, যেমনটা ডাকাতেরা করেছিলো ছবিতে।

অকস্মাৎ বাস্তবতায় ফিরে এলাম আমি। ডোলানের ক্যাডিলাক আমার সামনে, একদম সামনে, ধুলি আচ্ছাদিত রাস্তার একপাশ ঘেষে থেমে আছে। টায়ারগুলোর একটি সেলফ-সিলিং হোক আর নাই হোক বসে গেছে। না-শুধু সমান হয়ে বসে যায় নি। ফেটে গেছে, রিমের অর্ধেকটা সহ। সম্ভবত কালপ্রিট হচ্ছে মাটির উপর ভাগে শক্ত হয়ে আটকে থাকা পাথরের কোন গাঁজ। দুইজন বডিগার্ডের একজন গাড়ির সামন দিকের নিচে জেক লাগিয়ে কাজ করছে। দ্বিতীয়জন সতর্ক ভাবে গুকের মতো মুখ করে দরদরিয়ে ঘামছে-ডোলানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য। এমন কী মরুভূমিতেও আপনি দেখুন তারা কোন সুযোগ নিচ্ছে না।

ডোলান একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, হালকা-পাতলা শরীরটা গলিয়ে দিয়েছে গলা খোলা শার্ট আর কালো স্ল্যাকের ভেতরে, মরুভূমির বাতাসে উড়ছে তার রূপালী চুল। সে সিগারেট টানছে আর লোকগুলোকে এমনভাবে দেখছে যেন অন্য কোথাও আছে সে, হয়তো কোন রেস্টুরেন্টে কিংবা বলরুম কিংবা ডয়িংরুমে।

তার সাথে আমার চোখাচোখি হলো আমার কারের উইন্ডশীল্ড দিয়ে, সে আমাকে একেবারেই চিনতে পারে নি। যদিও সে একবার আমাকে দেখেছিলো, সাত বছর আগে (তখন অবশ্য আমার মাথায় চুল ছিলো!), প্রাথমিক পর্যায়ের শুনানিতে আমার স্ত্রীর পাশে বসে থাকতে।

ঐ ক্যাডিলাকের লোকগুলোর কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার আতঙ্ক চলে গিয়ে আমার ভেতরে জায়গা করে নিলো উন্মত্ত ক্রোধ।

আমার মনে হলো পিছিয়ে গিয়ে জানালার কাঁচ নামিয়ে টেঁচিয়ে উঠি কতো বড় দুঃসাহস তোমার আমাকে ভুলে গেছো? কতো বড় দুঃসাহস আমাকে নিয়ে চিন্তা করা বাদ দিয়ে দিয়েছো? ওহু, সেটা হতো পুরোপুরি পাগলামি। বরং এটাই আমার জন্য ভালো হয়েছে, ভুলে গেছে সে। চমৎকার হয়েছে আমাকে নিয়ে চিন্তা করা বাদ দিয়েছে। একটি ইঁদুর হয়ে ওয়েইস্কেটের পেছনে থেকে তার ঝোঁটানো ভালো। একটি মাকড়সা হয়ে ছাদের নিচে উপরে থেকে জাল বুনে যাওয়া ভালো।

যে লোকটা ক্যাডিলাকের নিচে জ্যাক নিয়ে ঘর্মাঙ্ক হচ্ছিলো আমার দিকে হাত নাড়লো, কিন্তু ডোলান কাউকে ভুলে যাওয়ার পাত্র নয়। হাত নাড়তে থাকা লোকটার পেছনে তাকলাম আমি উদাসীনভাবে, আশা করলাম তার যেন একটা হার্ট অ্যাটাক হয় কিংবা স্ট্রোক, সবচেয়ে ভালো হয় দুটোই একসাথে হলে। সামনের দিকে এগিয়ে চলা অব্যাহত রাখলাম-মাথা ধপ্ধপ্ করে উঠলো আমার এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য দিগন্তে পর্বত শ্রেণীগুলোকে দ্বিগুন এমন কী তিনগুন বড় মনে হলো।

যদি আমার কাছে একটা বন্দুক থাকতো। ভাবলাম আমি। যদি শুধুমাত্র একটা বন্দুক থাকতো! আমি তার পঁচা দুর্গন্ধময় জীবনটা তখনই শেষ করে দিতে পারতাম যদি আমার কাছে একটা বন্দুক থাকতো।

কয়েক মাইল পরে আপনা আপনি একটি ভাবনা আসলো আমার মাথায়, যদি আমার কাছে একটি বন্দুক থাকতো তখন তাহলে সেটা শুধুমাত্র কারন হতো আমার খুন হওয়ার। যদি আমার কাছে একটি বন্দুক থাকতো তাহলে হয়তো কার থামাতে পারতাম রাস্তার ওপাশে চেপে, তখন বাম্পার-জেক ব্যবহার করে কাজ করতে থাকা লোকটি আমাকে ইশারায় ডেকে বেরিয়ে আসতো এবং বন্য ক্ষিপ্ৰতায় গুলি ছিটাতে শুরু করতো মরুভূমির প্রকৃতিতে। হয়তো কাউকে আহত করতে পারতাম আমি। তারপর খুন হতাম আর আমাকে মাটি চাপা দেওয়া হতো অগভীর এক কবরে। ডোলান যখন সুন্দরী নারীদের সাহচর্যে লাস ভেগাস আর লস অ্যাঞ্জেলেসের মধ্যে শোভাযাত্রা করতো তখন মরুভূমির পশুরা ছিঁড়ে খুঁড়ে খেত আমার অবশিষ্টাংশ আর হাড়গুড়ের

উপরে লড়াই করতো শীতল চাঁদের আলোয়। এলিজাবেথের জন্য কোন প্রতিশোধ নেওয়া হতো না-একেবারেই না।

তার সাথে যেসব লোকেরা ভ্রমণ করে তারা খুন করার জন্য প্রশিক্ষিত আর আমার প্রশিক্ষণ থার্ড গ্রেডের ছাত্র পড়ানোর।

জীবনটা কোন সিনেমা না, নিজেকে সতর্ক করলাম আমি। তখন আবার হাইওয়েতে উঠলাম আর পেরিয়ে আসলাম একটা কমলা রংয়ের সাইন: এন্ড কনস্ট্রাকশন্ দ্য স্টেইট অব নাভাডা থ্যাংকস্ ইউ! যদি আমি কখনো বাস্তবতাকে সিনেমার সাথে গুলিয়ে ফেলার ভুল করি, একজন থার্ড গ্রেডের শিক্ষকের সাথে একজন মাফিয়াকে মিলিয়ে ফেলি আমার দিবান্বপ্নের বাইরে তাহলে পরিণতি খারাপ হবে, কোন প্রতিশোধ নেওয়া হবে না, কখনো না।

কিন্তু কখনো কী কোন প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব হবে?

ভুয়া ডিটার তৈরি করার পরিকল্পনাটি আমার পুরানো বাইক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিন জনকে গুলি করে হত্যা করার মতোই অবাস্তব আর আবেগি-আমি যে কী না কখনো বন্দুক থেকে গুলি করেনি সতের বছর বয়সের পর এবং যে কী না কখনোই হ্যান্ডগান ব্যবহার করে নি।

এমন দুর্ঘর্ষ কাজ একদল দুর্বৃত্ত ছাড়া সম্ভব না-এমনকি যে রোমাঞ্চ কর সিনেমাটা আমি দেখে ছিলাম ওটাই এ ব্যাপারটি পরিষ্কার করে দিচ্ছে। সেখানে আট নয়জন লোক ছিলো দুইটি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে, তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতো গুয়াকি টকি ব্যবহার করে। এমনকি সেখানে একজন লোক ছোট পুনে করে হাইওয়ের উপরে নজর রাখছিলো নিশ্চয় করার জন্য যেন বুলেট প্রুফ গাড়িটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাদের পূর্ব নির্ধারিত স্থানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়।

কোন সন্দেহ নেই সিনেমার এই কাহিনীটা কোন হুলকায় জ্রীনরাইটার কল্পনা করেছিলো তার সুইমিংপুলে বসে একহাতে পাইনা কোলাডা আর অন্যহাতে সদ্য সরবরাহ করা পেনটেল পেন আর এডগার ওয়ালেস পুট-হুইল নিয়ে। এমনকি সেই লোকের তার আইডিয়াকে পূর্ণতা দিতে একদল লোকের প্রয়োজন হয়েছিলো। আর আমি তো একা একজন মাত্র মানুষ।

এতে কাজ হবে না। ওটা হচ্ছে শুধুমাত্র ক্ষণিকের বিভ্রান্তির একটা ভাবনা, যেমন বছর ধরে নানা ভাবনা আমার মাথায় আনাগুনা করে-যেমন একবার ভেবেছিলাম কোন ধরনের বিষাক্ত গ্যাস ছেড়ে দিবো ডোলানের এয়ার কন্ডিশন সিস্টেমে, কিংবা বোমা স্থাপন করবো তার লস অ্যাঞ্জেলেসের বাড়িতে কিংবা হয়তো মারাত্মক কোন মরণাশ্র ব্যবহার করবো-একটা বাজুকা-আর তার সিলভার ক্যাডিলাকট একটা আগুনের গোলায় পরিণত হবে পূর্বদিকে ভেগাসের দিকে ছুটে চলার সময় কিংবা এলএ-য়ের উদ্দেশ্যে ৭১ রুট দিয়ে ধাবমান অবস্থায়।

সবচেয়ে ভালো হচ্ছে এসব ভাবনা বাদ দেওয়া।

কিন্তু প্রতিশোধ মাথা থেকে যাবে না।

তাকে কেটে ফেলো, যে কণ্ঠস্বরটা ভেতরে এলিজাবেথের হয়ে কথা বলে অনবরত ফিসফাস করতে থাকলো। তাকে কেটে বাদ দাও যে ভাবে একটা অভিজ্ঞ শিপ-ডগ একটি ভেড়ীকে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে পাল থেকে বাদ দেয় তার মনিবের নির্দেশে। ডিটার ব্যবহার করে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যাও তাকে এবং হত্যা কর। হত্যা কর তাদের সবাইকে।

এতে কাজ হবে না। যদি আমি অন্য কোন সত্যকে গ্রহণ নাও করি অসুত এটা মানতে হবে, যে লোক ডোলানের মতো এতোদিন ধরে জীবিত রয়েছে তার অবশ্যই বিপদ আঁচ করতে পারার শানানো ইন্দ্রিয় আছে-সম্ভবতো মানসিক বৈকল্য পর্যন্ত শানানো। সে আর তার লোকেরা মুহূর্তে মাঝে ধরে ফেলবে ডিটারের চালাকিটা।

এ ধারনাটা আজকে বাদ দাও, যে কণ্ঠস্বরটা এলিজাবেথের হয়ে কথা বলে সে জবাব দিলো। এমনকি সামান্য দ্বিধাও করবে না তারা। সুবোধ বালকের মতো চলে যাবো।

কিন্তু আমি জানি-হ্যাঁ, কোনভাবে আমি জানি, ডোলানের মতো মানুষ যারা সত্যিকার অর্থে মানুষের চেয়ে বেশী নেকড়ের মতো, তাদের এক ধরনের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে যখন বিপদ আসে। আমি সত্যিকারের ডিটার সাইন চুরি করতে পারবো কোন রোড ডিপার্টমেন্ট সেড থেকে এবং সেগুলো সঠিক ভাবে

স্থাপন করতেও পারবো; এমনকি আমি কমলা রংয়ের ফুরোসেন্ট রোড কৌনগুলো আর ঐ স্বজ-পোস্টগুলোর কয়েকটি লাগাতে পারবো। আমি এগুলো সবই করতে পারবো। তারপরেও ডোলান মঞ্চ সাজানোতে আনাড়ি ভাবটা ধরতে পারবে। বুলেট প্রফ জানালার ভেতরে থেকেও বিপদের গন্ধ পাবে সে। চোখ বন্ধ করবে আর মনের ভেতরে যে উথাল-পাথাল হবে তার গহবর থেকে সে এলিজাবেথের নাম শুনতে পাবে।

যে কণ্ঠস্বরটা এলিজাবেথের হয়ে কথা বলে ওটা চুপ মেরে গেলো, আর আমি ভাবলাম শেষ পর্যন্ত আজকের দিনের মতো ক্ষান্ত দিয়েছে ওটা। তখনই দেখতে পেলামভেগাস-মরুভূমির দূর প্রান্তে দোদুল্যমান নীল আর হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন ভেগাস। ওটা কথা বলে উঠলো আবার।

তাহলে তাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করো না ভুয়া ডিটার দিয়ে, সে ফিসফিস করলো। তাকে আসল একটা দিয়ে বোকা বানাও।

বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম চমকে উঠে এবং খরখর কাঁপতে থাকা দুই পায়ে ব্রেক-পেডেল চেপে ধরে থামলাম। বিম্বিত চোখে নিজের দিকে অপলক চেয়ে রইলাম রিয়ার-ভিউ মিরর দিয়ে।

আমার মধ্যে যে কণ্ঠস্বরটা এলিজাবেথের হয়ে কথা বলে হাসতে শুরু করলো। উন্মাদের মতো হাসছিলো সে, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে আমিও হাসতে শুরু করলাম, ওটার সাথে স্বর মিলিয়ে।

আমাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা শুরু করলো অন্য শিক্ষকরা যখন আমি জয়েন করলাম নাইনথ্ স্ট্রীট হেলথ্ ক্লাবে। তাদের একজন জানতে চাইলো আমার চেয়ে শক্তিশালী কারো কাছে অপমানিত হয়েছি কিনা। আমি তাদের সাথে তাল মিলিয়ে হেসেছি। তারা আমার মতো একজনকে সন্দেহ করবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে তাল মিলিয়ে হেসে যাব। আর কেন হাসবো না আমি? আমার স্ত্রী মারা গেছে সাত বছর। তাই না? এখন ধূলোবালি আর তার কফিনের কয়েকটি হাড়ের চেয়ে বেশী কিছু নয় সে! তাহলে কেন আমি হাসবো না? শুধুমাত্র যখন আমার মতো কোন মানুষ হাসা বন্ধ করবে তখন মানুষ দুঃচিন্তা করবে নিশ্চয়ই কোন গড়বড় আছে।

আমি তাদের সাথে তাল মিলিয়ে হেসে গেছি যদিও পুরো শরৎ আর শীত জুড়ে আমার মাংশপেশীতে অবিরাম শূলের মতো বিঁধেছে। তাদের সাথে হেসেছি যদিও লাগাতার ক্ষুধার্ত থেকেছি আমি। লেট নাইট স্ল্যাক ছেড়েছি, বিয়ার স্পর্শ করি নি, ডিনারের আগে জিন আর টনিক খাই নি। কিন্তু লাল মাংস আর প্রচুর পরিমাণে খেয়েছি সবুজ শাকসবজি।

আমি ফ্রিসমাসে নিজের জন্য একটি নটিলাস মেশিন কিনেছি।

না-এটা পুরোপুরি সত্য হলো না। এলিজাবেথ ফ্রিসমাসে আমাকে একটি নটিলাস মেশিন কিনে দিয়েছিলো।

এখন আমি তেমন নজরদারি করছি না ডোলানের উপরে। ব্যায়াম করা নিয়ে বেশী ব্যস্ত, আমার তলপেট কমাচ্ছি। আমার বাহু, বুক আর তলপেট গড়ে তুলছি। কিন্তু এক সময় ছিলো যখন মনে হয়েছিলো আমি এমনটা করতে পারবো না, সত্যিকারের ফিজিকাল ফিটনেসের মতো কোন কিছু পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হবে, খাবারের দ্বিতীয় অংশ না নিয়ে কিংবা কয়েকটুকরা কফি কেক না খেয়ে থাকতে পারবো না, এবং সময় সময় কফিতে সুইট ক্রিমের টুকরা না হলে চলবে না। যে সময়গুলোতে তাকে অনুসরণ করতাম যখন ঐ সময়গুলো আসবে আমি হয়তো তার প্রিয় রেস্টুরেন্টের উল্টোপাশে গিয়ে পার্ক করবো কিংবা গিয়ে ঢুকবো তার পছন্দের কোন ক্লাবে এবং অপেক্ষা করবো কখন সে উদয় হবে, ধূসর ক্যাডিলাক থেকে একধরনের দেমাগ নিয়ে নেমে আসবে লাস্যরত কোন আইসি ব্রন্ড অথবা রেডহেড ললনাকে বাহুতে জড়িয়ে-হয়তো প্রত্যেক হাতে একজন করে থাকবে। সেখানে সে হবে যে মানুষ আমার এলিজাবেথকে হত্যা করেছে, বিজান'সের ফরমাল শার্টে তাকে চমৎকার উজ্জ্বল দেখাবে, নাইট ক্লাবের আলোয় ঝিলিক দেবে তার হাতের সোনার রোলেব্র। যখন আমি ক্লান্ত আর নিরুৎসাহিত হয়ে পরতাম তখন ডোলানকে দেখতে যেতাম যেন একজন মানুষ প্রচণ্ড তৃষ্ণা নিয়ে মরুভূমিতে উদ্যান খোঁজছে। তার বিষাক্ত পানি পান করে আবার চনমনে হয়ে উঠতাম আমি।

ফেব্রুয়ারিতে আমি দৌড়াতে শুরু করলাম প্রতিদিন। তখন অন্য শিক্ষকরা আমার টাক মাথা নিয়ে হাসাহাসি শুরু করলো। ওটা চমড়া উঠে গেলে যে

রকম গোলাপী দেখায় তেমন বর্ণ ধারণ করতে লাগলো বারবার, কোন ব্যাপার না যতো বেশী সান-ব্রকই ওটায় আমি ঘষি না কেন। তাদের সাথে সাথে হেসেছি যেন দুই বার আমার শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা এবং পায়ে মাংসপেশীতে রানের শেষ প্রান্তে ক্র্যাম্প হয়ে কয়েক মিনিট ধরে থরথরিয়ে কাঁপেনি।

যখন গ্রীষ্ম আসলো, আমি একটি চাকরির জন্য আবেদন করলাম নাভাডা হাইওয়ে ডিপার্টমেন্ট অফিসে। মিউনিসিপাল এমপ্লুমেন্ট অফিস আমার আবেদন পত্রে একটি সম্ভাব্য অনুমোদনের স্ট্যাম্প মেরে আমাকে পাঠালো হার্ভে ব্রকার নামে একজন ডিসট্রিক্ট ফোরম্যানের কাছে। ব্রকার লম্বাটে গড়নের মানুষ, নাভাড়ার রোদে পুরে প্রায় কালো হয়েগেছে। তার পরনে জিনস্, পায়ের ওয়াক বোট ধূলাতে ঢাকা পড়েছে আর গায়ে চাপানো নীল টি-শার্টের হাতা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। BAD ATTITUDE ঘোষণা করছে তার শার্ট। চামড়ার নিচে তার মাংসপেশী পিটিয়ে গোল করা লোহার মতো। আমার আবেদন পত্রটা দেখলো সে। তারপর হাসলো আমার দিকে তাকিয়ে।

‘তুমি নিশ্চয়ই আমার সাথে মজা করছো, বাছ।’ অবশ্যই তাই হবে। আমরা এখানে মরুভূমির সূর্য আর তাপে কাজের কথা বলছি। আসলে তুমি কী? হিসাবরক্ষক?

‘একজন শিক্ষক,’ আমি বললাম। ‘থার্ড গ্রেডের।’

‘ওহ, বাছ,’ বলে আবারো হাসলো সে। ‘আমার সামন থেকে চলে যাও, ঠিক আছে?’

আমার একটা পকেট ওয়াচ ছিলো—হাত বদল হতে হতে আমার কাছে এসেছে আমার প্রপিতামহের কাছ থেকে, ট্রান্সকন্টিনেন্টাল রেলরোডের শেষ বিস্তৃত অংশটা তৈরির সময় কাজ করছিলো সে। আমাদের পারিবারিক কাহিনী অনুযায়ী গোন্ডেন স্পাইক গাঁথার সময় সেখানে ছিলো সে। আমি ঘড়িটা বের করে ব্রকারে মুখের সামনে ওটার চেইন ধরে দোলালাম।

‘দেখুন এটা?’ আমি বললাম। ‘এর দাম হবে ছয়শো নয়তো সাতশো ডলার।’

‘ঘুষ,’ ব্রকার আবারো হাসলো । ‘ভাই আমি শুনেছি মানুষ শয়তানের সাথে চুক্তি করে, কিন্তু তুমি হচ্ছে আমার দেখা প্রথম ব্যক্তি যে দোষখে ঢুকার জন্য ঘুষ দিতে চাইছে ।’ এখন আমার দিকে অনেকটা করুণার দৃষ্টিতে তাকালো সে । ‘তুমি হয়তো ভাবছো তুমি জানো কোথায় নিজেকে জড়াতে চেষ্টা করছ, কিন্তু আমি তোমাকে বলছি তোমার সামান্যতম ধারণাও নেই । আমি দেখেছি জুলাইয়ে তাপমাত্রা একশ সতের ডিগ্রি পর্যন্ত চড়ে, এতে শক্ত পোক্ত পুরুষরাও কাবু হয়ে পড়ে । আর তুমি তো কোন ভাবেই শক্ত না, আমার তোমার শার্ট খোলে দেখতে হবে না যে তোমার গায়ে কিছু নেই ঐসব হেলথ ক্লাবের ফানুস মাসল ছাড়া ।’

আমি বললাম, ‘যেদিন আপনার মনে হবে আমি কাজ করতে পারছি না, সোজা চলে যাব আমি । ঘড়িটা রেখে দিবেন আপনি । কোন তর্ক হবে না ।’

‘তুমি একটা ডাহা মিথ্যুক ।’

তার দিকে তাকলাম আমি । কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার দিকে চেয়ে রইলো সে ।

‘তুমি ডাহা মিথ্যুক না ।’ সে একথাটা বললো আনন্দ মাখানো গলায় ।

‘না ।’

‘তুমি টিংকারকে ঘড়িটা রাখতে দিবে?’ সে তার বৃদ্ধা আঙ্গুলি নির্দেশ করলো টাই ডাই করা টি-শার্ট পরা এক বেচপ মোটা কালো লোকের দিকে, সে কাছেই একটি বুলডোজারের ক্যাবে বসে ম্যাকডোনাল্ডসের ফুট-পি খাচ্ছিলো আর আমাদের কথা শুনছিলো ।

‘সে কী বিশ্বস্ত?’

‘তুমি অযথাই কথা বাড়চ্ছ ।’

‘তাহলে সে এটা রাখতে পারে আপনি আমাকে চলে যেতে বলার আগ পর্যন্ত কিংবা আমি সেটেশ্বরে আবার স্কুলে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত ।’

‘আর আমাকে কী করতে হবে?’

তার খাবার ভেতরে থাকা চাকুরীর আবেদন পত্রের দিকে নির্দেশ করলাম । ‘ওটায় স্বাক্ষর করুন এবং নোটিশ হিসাবে পাঠিয়ে দিন,’ আমি বললাম ।

‘তুমি একটা মস্ত পাগল ।’

তাকে কিছু বললাম না আমি । ডোলান আর এলিজাবেথের কথা ভাবলাম মনে মনে ।

‘জঘন্য কাজগুলো শুরু করতে হবে তোমাক,’ ব্রুকার সতর্ক করলো আমাকে । ‘বেলচা ভরে হটপ্যাচ ট্রাকের পেছন থেকে নামিয়ে রাস্তার খানাখন্দরে ভরতে হবে । আমি তোমার চমৎকার ঘড়িটা চাই এজন্য একাজ দিচ্ছি তা নয়-যদিও আমি আনন্দে আত্মহারা হবো ওটা পেলে-কিন্তু আসলে এসব কাজ দিয়েই সবাই শুরু করে ।

‘ঠিক আছে ।’

‘যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি বুঝতে পারছো ।’

‘আমি পারি ।’

‘না,’ ব্রুকার বললো, ‘তুমি পারো না, কিন্তু পারবে ।

আর সে ঠিকই বলেছিলো ।

প্রথম সপ্তাহ দুয়েকের কাজের কথা আমি কিছুই মনে করতে পারি না শুধু এটুকু বাদে যে গরম পিচ কাকর মিশ্রিত রাস্তায় আশ্রয় দেওয়ার মিশ্রণটা বেলচা দিয়ে ট্রাকের পেছন থেকে নামিয়ে আস্তে আস্তে ঠেলে গর্তে ভরতাম এবং ট্রাকের পেছন পেছন হেঁটে যেতাম পরবর্তী গর্তে ট্রাক না থামা পর্যন্ত । কখনো কখনো স্ট্রিপে কাজ করতাম আমরা এবং কেসিনোর জেকপট বেল বাজার শব্দ শুনতে পেতাম । কখনো কখনো মনে হতো বেলটা শুধু আমার মাথাতেই বাজছে । মাথা তোলে তাকিয়ে দেখতাম হার্ভে ব্রুকার আমার দিকে তাকিয়ে আছে এক ধরনের অভূত করুণার দৃষ্টিতে । এবং আমি মাঝে মাঝে তাকাতাম ক্যানভাস প্যারাসোলে ঢাকা ‘ডোজারের ক্যাবে বসে থাকা টিংকারের দিকে তখন সে আমার প্রপিতামহের ঘড়িটা চেইনে ধরে ঝুলাত, এতে ওটাতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে ঝলকাতো ।

যেন খুব দুর্বল না হয়ে পরি তার বিরুদ্ধে বড় সংগ্রামটা ছিলো না, ছিলো যেন কোন অবস্থাতেই অজ্ঞান না হয়ে পরি তার বিরুদ্ধে । যদিও আমি জুন এবং জুলাইয়ে প্রথম সপ্তাহ পার করে দিয়েছিলাম, তারপরে একদিন লাঞ্ছনা

সময়ে হার্ভে আমার সামনে বসলো তখন আমি একটি স্যান্ডওয়িচ খাচ্ছিলাম আমার কম্পমান হাতে। কখনো কখনো রাত দশটা পর্যন্ত আমার কাঁপুনি হতো তাপদাহের কারনে। খিচুনি আর নয়তো অত্যধিক দুর্বলতার জন্য এমনটা হতো, কিন্তু যখন ডোলানের কথা মনে পরতো কোনভাবে অনবরত হতে থাকা কাঁপুনিটা আটকাতে পারতাম আমি।

‘তুমি এখনো শক্তিশালী হতে পার নি,’ সে বললো।

‘না,’ আমি বললাম। ‘কিন্তু যে রকম অন্যেরা বলে, আপনার দেখা উচিত যেসব কাজ দিয়ে আমাকে শুরু করতে হয়েছে।’

‘তুমি রাস্তার মাঝে জ্ঞান হারাচ্ছেো এটা দেখার আশায় নজর রাখা অব্যাহত রাখবো আমি। তুমি কোন ভাবে হচ্ছেো না, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হবে।’

‘না, আমি হবো না।’

‘হ্যা, তুমি হবে। যদি তুমি ট্রাকের পেছন পেছন বেলচা নিয়ে কাজ করে যাও, হতেই হবে।’

‘না।’

‘গ্রীষ্মের সবচেয়ে গরম সময়টা এখনো আসে নি, টিংকার ওটাকে উত্তপ্ত কড়াইয়ের সাথে তুলনা করে।’

‘দারুণভাবে পার করে দিতে পাবো আমি, কোন ব্যাপারই হবে না।’

কিছু একটা পকেট থেকে বের করলো সে। আমার প্রপিতামহের ঘড়িটা। সে আমার কোলের উপরে ছুড়ে দিলো ওটা। ‘এই জঘন্য জিনিসটা রাখ,’ ঘৃণা ভরে বললো সে। ‘আমি চাই না ওটা।’

‘আমার সাথে একটা চুক্তি করেছেন আপনি।’

‘ওটা বাতিল করে দিচ্ছি।’

‘আপনি যদি আমাকে চাকুরীচ্যুত করেন, আমি সালিসের মুখোমুখি করবো আপনাকে,’ আমি বললাম। ‘আমার ফরমে স্বাক্ষর করেছেন আপনি—’

‘তোমাকে চাকুরীচ্যুত করছি না আমি,’ বলে সে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো।

‘আমি তোমাকে টিংকারের কাছে পাঠাচ্ছি ফ্রন্ট-এন্ড লোডার চালানো শেখানোর জন্য।’

কী বলবো বুঝতে না পেরে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম তার দিকে । আমার থার্ড গ্রেডের ক্লাস রুম সুন্দর, শান্ত এবং আনন্দদায়ক, কিন্তু কখনোই এতো দূরের মনে হয়নি...এখনো আমি সামান্যতম ধারণা করতে পারি না ব্লাকারের মতো লোকেরা কিভাবে ভাবে কিংবা যখন তারা কথা বলে তখন কী বোঝায় । আমি জানি সে আমার প্রশংসা করে আবার ইচ্ছে করেই অবজ্ঞা দেখায়, কিন্তু সে এমনটা কেন করে আমার কোন ধারণা নেই । তোমার এটা নিয়ে দুঃচিন্তা করার কোন দরকার নেই, প্রিয়তম, হঠাৎ আমার মনের মাঝে কথা বলে উঠলো এলিজাবেথ । ডোলানকে নিয়ে তোমার কারবার । তাকে নিয়ে ভাবো ।

‘আপনি কেন এটা করতে চাচ্ছেন?’ শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলাম আমি ।

আমার কথা শুনে ফিরে তাকালো সে । আমি দেখলাম একই সাথে সে স্কোন্ধ এবং উৎফুল্ল । কিন্তু ক্রোধটাই তার অনুভূতিকে বেশী আচ্ছন্ন করে ছিল মনে হলো । ‘তোমার কী হয়েছে, বাছা? তুমি আমাকে কী ভাবো?’

‘আমি ভাবি নি কিছু-’

‘তুমি ভাব যে ঐ জঘন্য ঘড়িটার জন্য আমি তোমাকে খুন করাতে চাই? এটাই ভাবো তুমি, তাই না?’

‘আমি দুঃখিত ।’

‘হ্যা, তাই । আমার দেখা সবচেয়ে বড় আহাম্মকটা তুমি ।’

প্রপিতামহের ঘড়িটা সরিয়ে রাখলাম আমি ।

‘কখনোই শক্তপোক্ত হতে পারবে না তুমি । কিছু মানুষ আর গাছপালা সূর্যের তাপে টিকে থাকতে পারে । কিছু শুকিয়ে মরে যায় । তুমি মরে যাবে । তুমি জান তুমি মরে যাবে, তারপরেও ছায়ায় চলে যাচ্ছ না তুমি । কেন? কেন এই পাগলামীটাকে তোমার জীবনে টেনে আনছ?’

‘আমার কারন আছে ।’

‘হ্যা, আমি বাজি ধরতে পারি আছে । যে তোমার খপ্পরে পড়ে ঈশ্বর তাকে সাহায্য করুন ।’

উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলো সে ।

এ সময় ব্লকারকে অতিক্রম করে আমার দিকে এগুলো টিংকার, মুখে বিরাট হাসি নিয়ে ।

‘কী মনে করো ফন্ট-এন্ড লোডার চালানো শিখতে পারবে?’

‘মনে হয় পারবো,’ বললাম আমি ।

‘আমারো তাই মনে হয়,’ সে বললো । ‘ঐ মাথা মোটা বুড়োটা তোমাকে পছন্দ করে-কিন্তু সে একদমই জানে না কী করে তা প্রকাশ করতে হয় ।’

‘টের পেয়েছি আমি ।’

টিংকার হাসলো ।

গ্রীষ্মের বাকীটা সময় আমি ফন্ট-এন্ড লোডার চালিয়ে পার করলাম । যখন স্কুলে ফিরে এলাম সেই শরতে তখন আমি প্রায় টিংকারের মতো কালাম, অন্য শিক্ষকরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি বন্ধ করে দিলো । কখনো কখনো আমি তাদের অতিক্রম করে যাওয়ার পর তারা আড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো, কিন্তু তারা হাসাহাসি করতো না ।

আমার কাছে কারণ আছে ।

এ কথাটাই তাকে বলেছিলাম আমি । আর আমার ছিলও । শুধুমাত্র খেয়ালের বসে সেই মৌসুমটা নরকে কাটাই নি আমি । আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমার নিজেকে প্রস্তুত করার প্রয়োজন ছিলো । একজন পুরুষ কিংবা মহিলার কবর খুঁড়ার প্রস্তুতির জন্য হয়তো এতো কঠোর পরিশ্রম করার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু আমার মনে শুধুমাত্র একজন পুরুষ কিংবা মহিলা ছিলো না ।

আমার মাথায় সমাহিত করার পরিকল্পনা ছিলো সেই জঘন্য ক্যাডিলাকটা ।

পরের বছর এপ্রিল নাগাদ স্টেইট হাইওয়ে কমিশনের মেইলিং লিস্টে আমার নাম উঠে গেলো । প্রত্যেক মাসে একটি করে বুলেটিন পেতে শুরু করলাম আমি, নাভাড়া রোড সাইনস নামের । ওটার প্রায় সব খবরই এড়িয়ে যেতাম আমি, সেগুলোতে সাধারণতো থাকতো হাইওয়ে ইম্প্রুভমেন্টের বকেয়া বিল, রাস্তার যন্ত্রপাতি যেগুলো ক্রয় বিক্রয় করা হয়েছে, রাজ্য আইন প্রণয়নকারী সংস্থা কতক গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ বালিয়াড়ি নিয়ন্ত্রণ এবং নতুন

ভূমি ক্ষয় রোধের কৌশল বিষয়ে ইত্যাদি নিয়ে। সব সময়ই আমার আগ্রহ ছিলো বুলেটিনের শেষের পাতায় অথবা শেষের দুই পাতায়। এই অংশটায় শুধুমাত্র ক্যালেন্ডার থাকতো, আসছে মাসের রাস্তার কাজের তারিখ আর জায়গার নাম উল্লেখ করে। আমি বিশেষ ভাবে আগ্রহী ছিলাম যেসব জায়গার নাম আর তারিখের সাথে মাত্র চার অক্ষরের একটি এব্রিভিয়েশন থাকতো RPAV-এটা ব্যবহার করা হয় রাস্তায় পুণরায় পাথর বা ইটের আস্তরণ দেওয়ার কাজ বুঝাতে। হার্ভে ব্রকারের কর্মীবাহিনীর অংশ হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যখন এ ধরনের কাজ করা হয় তখন প্রায়শ ডিটার ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অবশ্যই সব সময় না। রাস্তার একটি অংশ বন্ধ করে দেওয়া এমন একটি পদক্ষেপ হাইওয়ে কমিশন কখনোই নেয় না যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন উপায় না থাকে। কিন্তু আগে হোক আর পরে, আমার মনে হয় ঐ চারটি অক্ষরই ডোলানের খেল খতম করবে। শুধুমাত্র চারটি অক্ষর, কিন্তু একটা সময় ছিলো যখন আমি এ চারটি অক্ষর স্বপ্নে দেখতাম : RPAV

এমন না যে ব্যাপারটা সহজ হবে কিংবা শিঘ্রই ঘটবে-আমি জানি হয়তো বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। এমন কী এই সময়ের মাঝে অন্য কেউ তাকে শেষ করতে পারে। সে শয়তান প্রকৃতির লোক, আর শয়তানদের জীবনটা বিপদজনক হয়। চারটি বিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কিত ভেক্টরকে এক সাথে আসতে হবে, পৃথিবীর একটি বিরল সংযোক্তির মতো ডালানকে ভ্রমণ করতে হবে, আমার জন্য হতে হবে অবকাশকালীন সময়, একটি জাতীয় ছুটির দিন, এবং তিন দিনের উইক এন্ড এক সাথে আসতে হবে।

হয়তো বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হবে কিংবা হয়তো কখনোই এই সুযোগ আসবে না। কিন্তু এক ধরনের অনুভূতি হয় আমার মাঝে-এক ধরনের নিশ্চয়তা বোধ করি যে এটা ঘটবে, আর যখনই ঘটবে প্রস্তুত থাকবো আমি। এবং অবশেষে এটা ঘটলো। সে বছরের গ্রীষ্মে নয়, শরতে নয়, পরে বসন্তেও নয়। কিন্তু গত বছরের জুনে, আমি নাভাডা রোড সাইনস খোলে ক্যালেন্ডারে নিচের লেখাটা দেখলাম :

JULY 1-JULY 22 (tent.) :
US 71 MI 440-472 (WESTBND) RPAV

হাত কাঁপছিলো, পাতা উল্টিয়ে আমার ডেস্ক ক্যালেন্ডারের জুলাই মাসে এসে দেখলাম, জুলাই ফোর্থ (জুলাইয়ের চার তারিখ, আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস) সোমবার পড়েছে।

তাহলে এখানে চারটি ভেন্টরের তিনটি এসে যাচ্ছে, এ ধরনের বিস্তৃত জায়গা নিয়ে রিপেভিংয়ের কাজের মধ্যে কোথাও না কোথাও নিশ্চিত ভাবেই একটি ডিটার থাকবে।

কিন্তু ডোলান...কি খবর ডোলানের? চতুর্থ ভেন্টরের কী অবস্থা?

আমি আগের তিন বছরের কথা মনে করতে পারি সে এলএ গিয়েছিলো জুলাই ফোর্থের উইকে লাস ভেগাসের জীবনযাত্রা স্থবির হয়ে আসে এমন সামান্য কয়েকটি সপ্তাহের একটি এটি। আমি আরো তিন বারের কথা মনে করতে পারি যখন অন্য কোথাও গিয়েছিলো সে একবার গিয়েছিলো নিউ ইয়র্কে, একবার মিয়ামি, একবার উড়ে গিয়েছিলো সুদূর লন্ডনে-আর চতুর্থবার সে ভেগাসেই কাটিয়ে দিয়েছিলো।

যদি সে যায়...

আমি কী কোন উপায়ে খবরটা বের করতে পারি?

আমি এ ব্যাপারে দীর্ঘ সময় গভীর ভাবে ভাবলাম, কিন্তু দুইটি কল্পনার দৃষ্টি জোর করেই অনাহুত ভাবে চোখে ভেসে উঠছিলো। প্রথমটায় দেখলাম ডোলানের ক্যাডিলাক দ্রুত বেগে এলএ-য়ের দিকে ছুটছে ইউএস ৭১ রুট দিয়ে গোদুলী লগ্নে পেছনে ধুলোর ঝড় তোলে। আমি দেখলাম ওটা পেরিয়ে যাচ্ছে ডিটার এহেড সাইন, শেষ সাইনটা হচ্ছে টু-ওয়ে রেডিও মালিকদের সেট বন্ধ করার জন্য। দেখলাম ক্যাডিলাক পেরিয়ে যাচ্ছে পরিত্যক্ত রাস্তার যন্ত্রপাতি, বুলডোজার, গ্রেডার, ফ্রন্ট-এন্ড লোডার। পরিত্যক্ত এই জন্য না যে ওগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে, কিন্তু এজন্য এখন উইক এন্ড, তিন দিনের সাপ্তাহিক ছুটি।

দ্বিতীয় বার মানস চোখে আমি দেখলাম সব একই রকম আছে শুধু ডিটার সাইনটগুলো উধাও ।

সেগুলো উধাও হয়ে গিয়েছে কারন আমি সরিয়ে ফেলেছি ।

স্কুলের শেষ দিনে হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম কিভাবে হয়তো আমি খোঁজে বের করতে পারবো । প্রায় ঝিমুচ্ছিলাম, আমার মন স্কুল আর ডোলান থেকে মিলিয়ন মাইল দূরে ছিলো, তখন আমি হঠাৎ করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, আমার ডেস্কের পাশে রাখা একটি ফুলদানি (ওতে সুন্দর মরুভূমির ফুল ছিলো আমার ছাত্রছাত্রীরা বছরের শেষ দিনের স্কুল বলে উপহার দিয়েছিলো সেদিন) ধাক্কা দিয়ে ফ্লোরে ফেলে দিয়েছি, ওখানে সেটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে । আমার ছাত্র ছাত্রীদের অনেকেই তখন ঝিমুচ্ছিল তারাও চমকে উঠে দাঁড়ালো, হয়তো আমার মুখের কোন ভাব তাদের একজনকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলো, কারণ টিমথি ইউরিচ নামের ছোট্ট একটি ছেলে গলা ফাটিয়ে কাঁদতে শুরু করলো এবং তাকে শাস্ত করতে হলো আমাকে ।

চাদর, আমি ভাবলাম টিমিকে স্বাস্থ্য দেওয়ার সময় । চাদর, বালিশ কাভার, বিছানা এবং সিলভারওয়ার; গালিচা; মেঝে । সবকিছু দেখতে ঠিকঠাক হতে হবে । সবকিছু তকতকে দেখতে চাইবে সে । অবশ্যই । তার ক্যাডিলাকটি যেমন তেমনি এ রকম দেখতে চাওয়াটাও ডোলানের একটি অংশ ।

আমি হাসতে শুরু করলাম, টিমিও আমাকে পাল্টা হাসি দিলো, কিন্তু আমি আসলে হাসিটা টিমিকে দেই নি ।

আমি হাসিটা দিয়েছিলাম এলিজাবেথকে ।

সে বছর স্কুল শেষ হলো জুন মাসের দশ তারিখে । দশ দিন পরে আমি লস এঞ্জেলস উড়ে গেলাম । কার ভাড়া নিলাম একটা আর উঠলাম গিয়ে অন্যবারের মতো সেই সস্তা হোটেলটায় । পরের প্রতি তিন দিনে একবার করে হলিউড হিলসে গিয়ে ডোলানের বাড়ির উপরে চোখ বুলাতে শুরু করলাম । এটা কোন ক্রমাগত নজরদারি ছিলো না, যে কোন লোক সন্দেহ করবে । কেউ বিনা অনুমতিতে কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে প্রবেশ করে কিনা সেটা দেখার

জন্য এখানকার ধনীরা লোক ভাড়া করে, কারণ বেশী ভাগ সময়ই শেষ পর্যন্ত তাদের বিপদ জনক হয়ে উঠতে দেখা যায়।

প্রথমে সেখানে কিছুই দেখা গেল না। তক্তায় ঢাকা পড়ে নি বাড়িটি, আগাছায় ভরে ওঠে নি লন। পুলের পানি সন্দেহাতীতভাবে পরিষ্কার আর ক্লোরিন মেশানো। এক ধরনের শূন্যতা এবং ব্যবহৃত না হওয়ার ছাপ সর্বত্র একই রকম। গ্রীষ্মের রোদের বিপরীতে শেড টেনে নামানো, সেন্ট্রাল টার্নারআউন্ডে কোন কার নেই। প্রতি একদিন বিরতিতে পনিটেলওয়ালা এক যুবক পুল পরিষ্কার করে কিন্তু ব্যবহারের কেউ নেই।

আমার মধ্যে ধারণা জন্মাতে শুরু করলো যে আসবে না সে, পুরো পরিকল্পনাটাই পন্ড। তারপরেও আমি থাকলাম, আশা করতে লাগলাম চূড়ান্ত ভেঙেপড়ের।

জুন মাসের উনত্রিশ তারিখ, যখন আরো এক বছরের জন্য নজরদারি, অপেক্ষা, ব্যায়াম এবং গ্রীষ্ম হার্ভে ব্রকারের হয়ে ফ্রন্ট-এন্ড লোডার চালানোর (যদি সে আমাকে কাজে নেয় আবার) জন্য নিজেকে প্রায় ন্যস্ত করে দিয়েছি তখন একটি নীল রংয়ের কার এসে থামলো ডোলানের বাড়ির সামনে, ওটার গায়ে লেখা লস অ্যাঞ্জেলেস সিকিউরিটি সার্ভিসেস। ইউনিফর্ম পরিহিত একলোক বেরিয়ে এসে গেইট খোললো চাবি দিয়ে। আবার গাড়িতে ফিরে এসে চালিয়ে ভেতরে এক কোণায় গিয়ে পার্ক করলো। কয়েক মুহূর্ত পরে সে ফিরে আসলো পায়ে হেঁটে, গেইট লাগিয়ে তালাবদ্ধ করলো পুণরায়।

এটা অস্তুত পক্ষে রুটিনে একটা পরিবর্তন। একটা আশার ঝলক দেখলাম আমি।

গাড়ি নিয়ে চলে আসলাম ওখান থেকে। এদিক ওদিক দুই ঘন্টার মতো সময় ঘুরাঘুরি করে কাটিয়ে আবারো ফিরে গেলাম, এবার ব্রকের একেবারে মাথায় পার্ক করলাম নিচের দিকের বদলে। পনের মিনিট পরে একটি নীল ভেন এসে থামলো ডোলানের বাড়ির গেইটে। ভেনের গায়ে লেখা বিগ জো'স ক্লিনিং সার্ভিসেস। আমার হৃদপিণ্ডটা ফাল দিয়ে উঠলো ব্রকের ভেতরে। আমি রিয়ারভিউ মিরর দিয়ে দেখছিলাম, আমার মনে পরছে কিভাবে

আমার হাত চেপে ধরেছিলো ভাড়া করা গাড়ির টিয়ারিং হুইল ।

চার জন মহিলা নেমে এলো ভেন থেকে, দুইজন শেতাঙ্গ, একজন কালো, একজন চিকানো (মেক্সিকান বংশোদ্ভূত), তারা সাদা রংয়ের পোশাক পরেছে ওয়েস্ট্রেসদের মতো, কিন্তু অবশ্যই তারা ওয়েস্ট্রেস নয়, ঝাড়পোছে মানুষ ।

তাদের একজন গেইটের বেল টিপলে সিকিউরিটি গার্ড বেরিয়ে এসে তালা খুলে দিলো । একত্রে কথাবার্তা এবং হাসাহাসিতে মাতলো তারা । সিকিউরিটি গার্ড একজন মহিলার পাছায় চাটি মারতে নিলে ধাক্কা দিয়ে হাত সরিয়ে দিলো সে, তখনো হাসাহাসি করছিলো তারা ।

ভেনে ফিরে গেলো একজন মহিলা এবং ওটা চালিয়ে নিয়ে টার্ন আউটে প্রবেশ করলো । অন্যরা হেঁটে এগুলো নিজেদের মাঝে কথা বলতে বলতে । গার্ড গেইট বন্ধ করে তালা দিয়ে দিলো আবার ।

ষাম দরদরিয়ে পরছিলো আমার মুখ দিয়ে; গ্রিজের মতো লাগলো ওটাকে । আর হাতুড়ির মতো পিটছিলো হৃদপিণ্ডটা ।

রিয়্যারভিউ মিরর দিয়ে আমার যে দৃষ্টি সীমা তার বাইরে চলে গেলো তারা । একটু ঝুঁকি নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিলাম চারপাশটা ।

ভেনের পেছনের দরজা খোলে যেতে দেখলাম ।

তাদের একজনের হাতে পরিষ্কার চাদরের স্তূপ; আরেকজনের হাতে তোয়ালে; আরেকজনের হাতে একজোড়া ভেকুয়াম ক্লিনার ।

তারা দল বেধে দরজার সামনে আসলে গার্ড তাদের ভেতরে ঢোকতে দিলো ।

গাড়ি চালিয়ে চলে আসলাম আমি, এতো হাত কাঁপছিলো যে অসম্ভব হচ্ছিলো টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ করা ।

বাড়ি প্রস্তুত করছে তারা, সে আসছে ।

ডোলান প্রত্যেক বছর তার ক্যাডিলাক বদল করে না, কিংবা প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তরও করে না-যে ধূসর সিড্যান ডি ভেলিটা সে বছর জুন নাগাদ চালাচ্ছিলো সে ওটা প্রায় তিন বছরের পুরোনো । আমি যথাযথ ভাবে ওটার ডিমেনশনটা জানি । আমি GM কোম্পানির কাছে লিখেছিলাম ওটা জন্য,

একজন রিসার্চ রাইটারের ভান করে। তারা আমাকে একটি অপারেটর'স ম্যানুয়াল এবং স্পেক শিট পাঠিয়েছে সেই বছরের মডেলের। ডাক টিকিট লাগানো ঠিকানা সংবলিত যে খামটি আমি সাথে দিয়েছিলাম সেটাও এমনকি তারা ফেরত পাঠিয়েছিলো। বড় কোম্পানিগুলো স্পষ্টতই দেখা যায় শিষ্টাচার মেনে চলে এমনকি তাদের ব্যবসায়িক মন্দার সময়েও।

তখন ওটা থেকে তিনটি পরিমাপ নিয়েছি আমি-ক্যাডিলাকের সবচেয়ে চওড়া জায়গার প্রশস্ততা, উচ্চতম জায়গায় উচ্চতা, এবং দীর্ঘতম জায়গার দৈর্ঘ্য-আর আমার বন্ধুদের একজন যে লাস ভেগাসের হাইস্কুলে গণিত পড়ায়, তার কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। আপনাদের বলেছিলাম যে, মনে হয় এ কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছি আমি, কিন্তু আমার সব প্রস্তুতি শারীরিক ছিলো না। নিশ্চিত ভাবেই ছিলো না।

পুরোপুরি হাইপাথেটিকেল হিসাবে উত্থাপন করেছিলাম আমার সমস্যাটা। একটি সায়েন্স-ফিকশান গল্প লেখার চেষ্টা করছি, আমি বলেছিলাম, এবং আমি চাচ্ছি প্রত্যেকটি উপাদান একেবারে যথাযথ ভাবে দিতে। এমন কী গল্পের কয়েকটি যুক্তিসঙ্গত খণ্ডাংশও তৈরি করেছিলাম-আমি নিজেই বিস্মিত হয়েছি আমার উদ্ভাবনশক্তি।

আমার বন্ধু জানতে চেয়েছিলো আমার এলিয়েন স্কাউট ভেহিকলটা কতো জোরে ছুটবে। এই প্রশ্নটা আশা করি নি আমি এবং জিজ্ঞেস করেছিলাম কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী না এটা।

‘অবশ্যই এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়,’ সে বলেছিলো। ‘অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা। যদি তুমি চাও তোমার গল্পে স্কাউট ভেহিকলটা সরাসরি ফাঁদে পড়বে, তাহলে ফাঁদটা একেবারে যথার্থ আকারের হতে হবে। এখন যে ফিগারটা তুমি আমাকে দিয়েছ সেটা হচ্ছে সেভেনটিন ফিট বাই ফাইভ ফিট।’

আমি মুখ খোলেছিলাম বলার জন্য যে ওটা পুরোপুরি ঠিক না, কিন্তু ইতোমধ্যেই হাত উঁচিয়ে ধরেছিলো সে।

‘শুধুমাত্র একটি অনুমান,’ বলেছিলো সে। ‘এটাকে সহজ করে নেই বৃস্তের চাপ পরিমাপের জন্য।’

‘সেটা কি?’

‘বৃন্ত চাপের মতো বাঁকা হয়ে স্কাউট ভেহিকলটা নিচে পরবে।’ সে জবাব দিয়েছিলো।

আমি এটা ধরে নিয়েছিলাম যে যদি ঐ ক্যাডিলাকটা আটার মতো করে কবর খুঁড়ি তাহলে ওটা আটবে। আমার এই বন্ধু দেখালো যে গর্তটা কবর হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারার আগে ওটাকে ফাঁদ হিসেবে কাজ করতে হবে।

শুধু আকৃতিটাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ, সে বলেছিলো। যে ধরনের একটি সাধারণ গর্তের কথা আমি ভাবছি তাতে কাজ নাও হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে গর্তটা যথার্থ আকারের চেয়ে বড় হলে কাজ করবে না। ‘যদি যানটা গর্তের মুখে একেবারে সোজাসুজি আঘাত না করে,’ সে বলেছিলো, ‘ওটা হয়তো পুরোপুরি গর্তে প্রবেশ করবে না কোনভাবেই। হয়তো একটুখানি আড়াআড়ি ভাবে পিছলে যাবে তারপরে যখন থামবে সবকটা এলিয়েন প্যাসেঞ্জার ডোর দিয়ে বেরিয়ে এসে তোমার নায়ককে আক্রমণ করবে।’ যে সমাধান সে দিয়েছিলো তা হলো, প্রবেশের প্রাঙ্গণটা চওড়া করো, খনন কাজটাকে একটা ফানেলের মতো আকার দাও।

তখন সেখানে গতির সমস্যাটা আসছে।

যদি ডোলানের ক্যাডিলাকের গতি খুব বেশী হয় এবং অনেক ছোট হয় গর্তটা তাহলে উড়ে পেরিয়ে যাবে ওটা, হয়তো সামান্য অংশ গর্তে পড়বে যাওয়ার সময়, ফ্রেম নয়তো টায়ার গর্তের দূরের প্রান্তের মুখে, তারপর ছাদের উপরে ভর করে উল্টো হয়ে ঝুলবে পুরোপুরি গর্তে না পড়ে। অন্যদিকে যদি ক্যাডিলাক খুব আস্তে চলে আর গর্ত যদি বেশী বড় হয়, ওটা হয়তো গর্তের তল স্পর্শ করবে নাকের উপরে ভর করে চাকার পরিবর্তে, এবং কাজ হবে না। আপনি একটি ক্যাডিলাকের ট্রাংকের শেষ দুই ফিট আর রিয়ার বাম্পার মাটির উপরে খাড়া রেখে কবর দিতে পারেন না যেমনটা পারেন না একজন মানুষের ঠ্যাং মাটির উপরে রেখে।

‘তোর স্কাউট ভেহিকল কতো জুড়ে ছুটবে?’

দ্রুত হিসেব করলাম আমি। উন্মুক্ত হাইওয়েতে ডোলানের ড্রাইভার ষাট

থেকে পয়ষড়ির মাঝে ওঠানামা করবে, সে হয়তো ঐ জায়গাটায় আরো একটু আস্তে চালাবে যেখানে ফাঁদ পাতার পরিকল্পনা করছি। ডিটার সাইন সরিয়ে ফেলতে পারবো আমি, কিন্তু রাস্তার যন্ত্রপাতিগুলো লুকিয়ে ফেলতে পারবো না কিংবা নিমার্ণ কাজের চিহ্নগুলো সরিয়ে ফেলতে পারবো না।

‘ধর, পঞ্চাশ মাইল ঘন্টায়।’

‘আহ্-হা।’ সে তৎক্ষণাত কাজ করতে বসে গিয়েছিলো আর তার পাশে বসেছিলাম আমি, মুখে হাসি নিয়ে চকচকে চোখে।

সে প্রায় তৎক্ষণাত উপরের দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, ‘তুই বোধ হয় ভেহিকলের ডিমেনশন পরিবর্তনের কথা ভেবে দেখতে পারিস, দোস্ত।’

‘কেন বলছিস?’

‘সেভেনটিন বাই ফাইভ একটি স্কাউট ভেহিকলের জন্য অনেক বড় হয়ে যায়।’ সে হাসেছিলো। ‘ওটা প্রায় লিংকন মার্ক IV-এর কাছাকাছি।’

আমিও হেসেছিলাম। একত্রে হেসেছিলাম আমরা।

মহিলারা তোয়ালে আর চাদর নিয়ে ঐ বাড়িতে ঢুকছে দেখার পরে আমি আকাশ পথে ভেগাসে ফিরে এসেছি।

আমার বাড়ির লক খোলে সোজা লিভিং রুমে এসে টেলিফোন হাতে তুলে নিলাম। সামান্য কঁপে উঠলো আমার হাত। নয় বছর ধরে আমি অপেক্ষা করছি আর নজর রাখছি জালের ভেতরের মাকড়সা কিংবা বেজবোর্ডের পেছনের একটি ইদুরের মতো। সব সময় চেষ্টা করেছি ডোলানকে সামান্যতম কুণ্ড না দিতে যে এলিজাবেথের স্বামী এখনো তার ব্যাপারে আগ্রহী-পুরোপুরি ফাঁকা দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়েছিলো সেদিন যখন তার বিকল ক্যাডিলাক পেরিয়ে আসছিলাম ভেগাস ফিরে আসার পথে, সে আমাকে চিনতে না পারায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম, সেটা আসলে আমার জন্য পুরস্কার হিসেবেই এসেছে।

কিন্তু এখন আমাকে একটি ঝুঁকি নিতে হবে। এটা নিতে হবে কারন একই সাথে দুই জায়গাতে থাকা সম্ভব না আমার পক্ষে। আমার জন্য এটা জানা জরুরি যে ডোলান আসছে কী না, আর কখন ডিটার সাইন সাময়িক ভাবে

সরিয়ে ফেলতে হবে।

প্রুনে করে বাড়ি ফিরে আসার সময় একটি বুদ্ধি খোঁজে বের করেছি আমি। মনে হয় কাজ হবে এতে। আমি এটা দিয়ে কাজ করিয়ে নিব।

বিগ জো'স ক্লিনিং সার্ভিসের ফোন নাম্বার জিঙ্কস করলাম লস অ্যাঞ্জেলেস ডিরেক্টরি এসিসটেন্সে ফোন করে। নাম্বারটি পেয়ে যাওয়ার পরে ফোন করলাম।

‘বিল রেনি ক্যাটারিং সার্ভিসেস থেকে বলছি,’ আমি বললাম। ‘শনিবারে আমাদের একটি পার্টি আছে ১১২১ এসটার ড্রাইভ হলিউড হিলসে। আমি জানতে চাই আপনাদের মহিলাদের একজন স্টোভের পাশের কেবিনেটে মি. ডোলানের বড় পানচ-বৌলটা চেক করতে পারবে কিনা।’

সে একটু হোল্ড করতে বললো আমাকে। আমি করলাম কোন ভাবে, যদিও অন্তহীন প্রত্যেকটি সেকেন্ড পার হচ্ছিলো আর আমি আরো বেশী করে নিশ্চিত হচ্ছিলাম আমাকে সন্দেহ করেছে সে এবং ফোন কোম্পানিকে ফোন করছে অন্য আরেকটি লাইন দিয়ে যখন আমি এটায় অপেক্ষা করছি।

শেষ পর্যন্ত ফোনে ফিরলো সে। তাকে হতাশ শুনালো, কিন্তু এমনটাই আমার জন্য ঠিক ছিলো। ঠিক এ রকমটাই শুনতে চাইছিলাম।

‘শনিবার রাত?’

‘হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু আমার কাছে অত বড় পাঞ্চ-বৌল নেই যেমনটা তারা চাচ্ছেন, যদি না শহরের অন্য প্রান্ত থেকে আনাই? আমার ধারণা ছিলো যে তার একটি আছে। শুধু নিশ্চিত হতে চাইছি আমি।’

‘দেখুন, মিস্টার আমার কল শিট বলছে মি. ডোলান রবিবার বিকেল তিনটার আগে আসছেন না। আমি খুশীই হবো আমার মেয়েদের কাউকে দিয়ে পাঞ্চ-বৌল আছে কিনা দেখে দিতে, কিন্তু তার আগে এ ব্যাপারটা আমি পরিষ্কার হয়ে নিতে চাচ্ছি। এখন যদি সে একদিন আগে চলে আসেন, তাহলে এই মুহূর্তেই আমাকে আরো কয়েক একজন মেয়েকে পাঠাতে হবে ওখানে।’

‘আমাকে ডাবল-চেক করতে দিন,’ আমি বললাম। রোড টু এভরি হ্যাংয়ার নামের থার্ড গ্রেডের রিডিং টেক্সটবুকটা ব্যবহার করলাম আমি, ওটা আমার

পাশের টেবিলের উপরে ছিলো। ওটা তোলে ফোনের কাছে নিয়ে এসে কয়েকটা পাতা উল্টালাম।

‘ওহ্ ভাই,’ আমি বললাম। ‘ভুলটা আমারই হয়েছে। সে লোকজন ডাকছে রবিবার রাতে, সত্যি দুঃখিত আমি।’

‘সমস্যা নেই, দাঁড়াও একটু হোল্ডে থাক, মেয়েদের কাউকে বলি দেখতে—’

‘আর দরকার নেই, যদি ওটা রবিবার হয়,’ আমি বললাম। ‘আমার পানচ-বৌলটা একটা ওয়েডিং রিসিপসন থেকে ফেরত আসবে রবিবার সকালে।’

‘ঠিক আছে। সহজ ভাবে নাও।’ লোকটির গলা স্বস্তি দায়ক শুনালো, সন্দেহ করেনি বিন্দুমাত্র। এ ব্যাপারটি নিয়ে আর দ্বিতীয়বার ভাববে না সে। আশা করলাম আমি।

রিসিভার রেখে দিয়ে স্থির হয়ে বসলাম আমি, যতটা সতর্কতার সাথে সম্ভব পুরো ব্যাপারটার একটা ছক কেটে ফেললাম। তিনটায় এলএ-তে পৌছানোর জন্য তাকে ভেগাস ছাড়তে হবে রবিবার সকাল দশটায়। সে ঐ ডিটারের এলাকায় পৌছাবে এগারোটা পনের থেকে এগারোটা ত্রিশের মধ্যে, সে সময়টায় সঙ্গত কারনেই গাড়ি ঘোড়ার অস্তিত্ব প্রায় থাকবেই না।

আমি ভাবলাম এটা স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে কাজ শুরু করার সময়।

আমি পত্রিকার পাতায় ক্রয় বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনগুলো দেখলাম, তারপর কয়েকটি ফোন কল করে বেরিয়ে পরলাম পাঁচটি ব্যবহৃত গাড়ি দেখতে, ওগুলো আমার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে ছিলো। আমি ঠিক করলাম ওগুলোর মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভালো একটা ফোর্ড ভেন, ওটা মহা আড়ম্বরে কারখানা থেকে বেরিয়ে এসেছে এলিজাবেথ যে বছর খুন হয় সে একই বছর। নগদে মূল্য চুকিয়ে দিলাম। মাত্র দুইশ সাতান্ন ডলার অবশিষ্ট থাকলো আমার সেভিং এ্যাকাউন্টে, কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র চিন্তিত হলাম না। বাড়ি ফিরার পথে জিনিসপত্র ভাড়া দেওয়া হয় এমন একটা জায়গায় থেমে ডিসকাউন্ট ডিপার্টমেন্ট স্টোর থেকে একটি ভ্রাম্যমাণ এয়ার কমপ্রেসার ভাড়া করলাম,

ভাড়ার জামানত হিসেবে রাখলাম আমার মাস্টার কার্ডটা।

শুক্রবার পরশু বিকেলে আমি ভেনে তোললাম পিক, শাভল, কমপ্রেসার, একটি হ্যান্ড-ডলি, একটি টুলবক্স, একটি ধার করা হাইওয়ে ডিপার্টমেন্টের জেক হ্যামার-ওটার মাথায় অ্যাসফাল্ট ভাঙ্গার জন্য তীরের মাথার আকৃতির ধাতু ফলক লাগানো। একটি বড় আকারের বর্গাকৃতির বালু রংয়ের ক্যানভাস, সেই সাথে ক্যানভাসের একটি বড় রোল-গত গ্রীষ্মের আমার একটি বিশেষ প্রজেক্টের ছিলো ওটা, এবং একুশটি পাতলা কাঠের গৌজের মতো তজ্জা, প্রত্যেকটি পাঁচ ফিট করে লম্বা, আরো নিলাম একটি বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্যাপলার।

মরুভূমির প্রান্ত সীমায় এসে একটি শপিং সেন্টারের সামনে থামলাম আমি। সেখান থেকে এক জোড়া লাইসেন্স প্রেট চুরি করে আমার ভেনে লাগিয়ে নিলাম।

ভেগাস থেকে ছিয়াত্তর মাইল পশ্চিমে এসে আমি প্রথম কমলা রংয়ের সাইনটা দেখলাম সামনে নির্মাণ কাজ চলছে নিজ দায়িত্বে পার হোন। সেখান থেকে এক মাইলের মতো পেরিয়ে এসে আমি সেই সাইনটা দেখতে পেলাম, যেটার জন্য আমি অপেক্ষা করছি...মনে হয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর থেকে, যদিও আমি সব সময় এটার কথা জানতাম না।

ডিটার সামনে ৬ মাইল।

গোধূলি গাঢ় হয়ে অন্ধকার হয়ে আসছিলো চারপাশ যখন আমি পৌছে পরিস্থিতিটা যাচাই করলাম। আমি ভালো ভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারতাম যদি পুরো ব্যাপারটি নিয়ে বিশদ পরিকল্পনা করা থাকতো তারপরেও বিশেষ সুবিধা হতো বলে মনে হয় না।

ডিটার ছিলো ডানে মোড় নেওয়ার পরে দুইটি উঁচু চূড়ার মাঝে। ওটাকে দেখে মনে হচ্ছিলো বেড়া দেওয়া রাস্তা, যেটাকে হাইওয়ে ডিপার্টমেন্ট মসৃণ আর চওড়া করেছে সাময়িক ভাবে ভারী যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য। জ্বলজ্বলে অ্যারো সাইন দিয়ে ডিটারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তালা দেওয়া স্টিলের বক্সে রাখা ব্যাটারি থেকে ইলেকট্রিসিটি সরবরাহ করা হয়েছে

অ্যারোতে ।

ডিটারের একেবারে পেছনেই হাইওয়ে দ্বিতীয় বারের মতো উঁচুতে উঠে গেছে, এখানে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দুই সারিতে রোড কৌন বসিয়ে । সেগুলোর পেছনে (যদি কোন অসতর্ক ড্রাইভার প্রথমে জুলজুলে এ্যারো সাইনটা মিস করে, দ্বিতীয়বার রোড কৌনগুলোর উপর দিয়ে চালিয়ে দেয় না দেখে-মনে হয় কিছু কিছু ড্রাইভার দেয়ও) প্রায় বিলবোর্ডের মতো বড় একটি সাইন : রাস্তা বন্ধ ডিটার ব্যবহার করুন ।

তারপরেও ডিটার দেওয়ার কারনটা ওখান থেকে দেখা যায় না আর এতে ভালো হয়েছে আমার । আমি চাই ডোলান যেন ফাঁদের সামান্য গন্ধও না পায় ফাঁদে পরার আগ পর্যন্ত ।

দ্রুত কাজ করতে শুরু করলাম, আমি চাই না কেউ আমাকে একাজের সময় দেখে ফেলুক । ভেন থেকে নেমে কিছু রোড কৌন সরিয়ে ফেলে এতোটুকু চওড়া রাস্তা ফাকা করলাম যেন ভেন যেতে পারে । রোড ক্লোজড সাইনটা টেনে ডানে সরালাম, তারপর দৌড়ে গিয়ে ভেনে উঠে ওটাকে চালিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলাম ঐ ফাঁক দিয়ে ।

এ সময় আমি একটি ইঞ্জিনের এগিয়ে আসার শব্দ পেলাম ।

আমার পক্ষে যত দ্রুত সম্ভব আমি আবারো রোড কৌনগুলো ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম আগের জায়গায় । দুইটি আমার হাত ফসকে পড়ে গড়িয়ে চলে গেলো পানেশের পানি নিষ্কাশনের নালাতে । হাফাতে হাফাতে ওগুলোর পিছু ধাওয়া করে অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে হোচট খেয়ে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে গেলাম, তাড়াতাড়ি করে উঠে পরলাম তখন মুখে বালু আর এক হাতের তালু থেকে রক্ত ঝরছে । কারটি এখন অনেক কাছে চলে এসেছে ক্ষণিকের মাঝেই ওটা ডিটারের সংযোগ স্থলের আগের শেষ উঁচু জায়গাটার উপরে চলে আসবে এবং হেড লাইটের আলোক ছটায় ড্রাইভার দেখতে পাবে জিনস আর টি-শার্ট পরিহিত একজন মানুষ রোড কৌনগুলোকে পুনঃস্থাপণ করতে চেষ্টা করছে যখন তার ভেনটা এমন জায়গায় যেখানে নাভাডা হাইওয়ে ডিপার্টমেন্টের গাড়ি ছাড়া অন্য কোন গাড়ি থাকার কথা নয় । শেষ কৌনটা ঠিক জায়গায় রেখে

আমি দৌড়ে সাইনের পেছনে চলে এলাম ।

যখন এগিয়ে আসতে থাকা গাড়ির হেড লাইট পূর্ব দিকের উঁচু ঢালে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তখন হঠাৎ করে আমি বুঝতে পারলাম যে এটা নাভাডা স্টেইটের ট্রাপারের কার ।

আগের জায়গায় রেখেছি সাইনটা-আর যদি তা না হয় তাহলে প্রায় কাছাকাছি রেখেছি । ছুটে গিয়ে ভেনে চড়ে সামনের উঁচু জায়গা পেরিয়ে ঢালে নেমে এলাম ওটাকে চালিয়ে নিয়ে ।

আমি পেরিয়ে আসা মাত্রই ঐ গাড়ির হেড লাইটের ঝলকানি দেখতে পেলাম আমার পেছনে ।

সে কী আমাকে দেখতে পেয়েছে আমার গাড়ির লাইট বন্ধ থাকার পরেও?
আমার মনে হয় না ।

চোখ বন্ধ করলাম সিটে গা এলিয়ে দিয়ে, বুকের ধরফরানি কমে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম । শেষ পর্যন্ত যখন কারটি লোহা লক্কড়ের আওয়াজ তোলে ডিটার দিয়ে চলে যাওয়ার শব্দ পেলাম তখন বুকটা শান্ত হলো ।

ডিটারের পেছনে আমি এখন নিরাপদ ।

কাজে লেগে পরার সময় এখন ।

উঁচু জায়গাটার পরেই একটা লম্বা সোজা রাস্তা সমতল ভাবে নেমে গেছে । এই বিস্তৃত সোজা রাস্তাটার দুই তৃতীয়াংশই নুড়ি পাথর আর কাকর বিছানো ।

তারা কী এটা দেখতে পাবে এবং থেমে যাবে? ফিরে আসবে? নাকি যাত্রা অব্যাহত রাখবে তারা, আস্থাশীল থাকবে যে অবশ্যই চলে যাওয়ার কোন রাস্তা আছে যেহেতু তারা কোন ডিটার সাইন দেখেনি ।

এটা নিয়ে ভাবার জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে এখন ।

বিশ গজের মতো একটা জায়গা বেছে নিলাম সেই সমতল রাস্তায়, তারপরেও মাইলের এক চতুর্থাংশের মতো পথ রয়ে গেল যে জায়গাটায় ডিটার মূল রাস্তার সাথে মিলে গেছে সেখানে যেতে । আমি রাস্তার এক পাশে ভেনটা

চাপিয়ে পেছনের দরজা খোললাম। কিছু তক্তা আর যন্ত্রপাতি টেনে নামালাম। তারপর বিশ্রাম নেয়ার সময় দৃষ্টি পরলো মরুভূমির শীতল তারার দিকে।

‘এই আমরা যাচ্ছি এলিজাবেথ,’ তাদের দিকে ফিসফিস করলাম আমি।

মনে হলো একটা ঠান্ডা হাতের আলতো স্পর্শ পেলাম আমার ঘাড়ে।

কমপ্রেসার বেশ শব্দ করে আর জেকহ্যামার তো প্রচন্ড, কিন্তু শব্দটা এড়ানোর কোন উপায় নেই আমার কাছে। এজন্য সবচেয়ে ভালো হয় যদি কাজের প্রথম পর্যায়টা মধ্যরাতের আগেই শেষ করতে পারি। যদি তারচেয়ে বেশী সময় লেগে যায় তাহলে আমি পিছিয়ে পরবো, কারন কমপ্রেসারের জন্য খুব সীমিত পরিমাণ তেল আছে আমার কাছে।

এ ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে লাভে নেই। কে শুনছে অথবা ভাবছে কোন আহাম্মক রাতের মধ্যভাগে জেকহ্যামার চালাচ্ছে এটা নিয়ে না ভেবে বরং ভাবি ডোলানকে নিয়ে, সেই ধূসর সিড্যান ডি ভেলি নিয়ে।

সাদা চক ব্যবহার করে আমার টুলবক্সের মিজারিং টেপ দিয়ে কবরের ডিমেনশন প্রথমে চিহ্নিত করলাম আমি। আমার গণিতজ্ঞ বন্ধুর হিসেব করে বের করা পরিমাপ অনুযায়ী। যখন আমার শেষ হলো, পাঁচ ফিট চওড়া এবং চল্লিশ ফিট লম্বা একটি এবড়ো-থেবড়ো আয়তক্ষেত্র অঙ্ককারে জুলজুল করে উঠলো। কাছের প্রান্তে এটা ক্রমশ চওড়া হয়েছে। আধো অঙ্ককারে প্রশস্ত হতে থাকা মুখটা তেমন একটা ফানেলের মতো লাগছে না যেমনটা গ্রাফ পেপারের উপরে আমার গণিতজ্ঞ বন্ধুর আঁকা প্রথম ক্লেটায় লেগেছিলো। আলো আঁধারিতে এটাকে দেখালো লম্বা সোজা উইন্ডপাইপের মাথায় হা করা মুখের মতো।

আমি আরো বিশটা লাইন আঁকলাম বক্সের মধ্যে আড়াআড়ি ভাবে, প্রত্যেকটি লাইনকে দুই ফিট চওড়া করে। শেষে, একটি ভার্টিকল লাইন টানলাম মাঝ বরাবর নিচের দিকে, এতে একটি খ্রিড তৈরি হলো বিয়ান্নিশটি প্রায় স্কয়ার আকারের, দুই ফিট বাই আড়াই ফিট। তেতাল্লিশ নাম্বার খন্ডে গিয়ে শেষ প্রান্তটা শাভল আকৃতির চওড়া।

তখন আমি শার্টের হাতা গুটিয়ে কমপ্রেসার টেনে চালু করে একটি স্কয়ার

আকারে দাগ কাটা খন্ডের দিকে এগিয়ে গেলাম ।

আমার আশার চেয়ে দ্রুত কাজ চলছিলো, কিন্তু আমার স্বপ্নের চেয়ে বেশি নয় । এরচেয়ে দ্রুত হতে পারতো যদি ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেত । কিন্তু ওগুলোর ব্যবহার পরে করবো । প্রথমে স্কয়ার আকারে দাগকাটা পেইভগুলো খন্ডে বিভক্ত করার কাজ শুরু করলাম । মধ্যরাত নাগাদও শেষ করতে পারলাম না কাজটা । ভোর রাত তিনটাতেও শেষ হলো না, তখন তেল ফুরিয়ে গেল কমপ্রেসারের । এমনটা হয়তো ঘটতে পারে আমার ভাবনায় ছিলো । তাই আমি ভেনের গ্যাস ট্যাংকের জন্য একটি সাইফন নিয়ে এসেছি । গ্যাস-ক্যাপটা খোলতে না খোলতেই আমার মাথা গুলিয়ে গেলো জ্বালানির তীব্র কটু গন্ধে । কোন ভাবে ক্যাপটা লাগিয়ে ভেনের পেছনে শুয়ে পরলাম সটানে ।

আজকে রাতে আর না । আর পারবো না আমি । ওয়ার্ক-গ্লাভ পরে থাকার পরেও বড় বড় ফোঙ্কায় ঢাকা পড়েছে আমার হাত, ওগুলোর অনেকগুলো থেকে পানি ঝরছে এখন । কাঁপছে সারা শরীর, মনে হচ্ছে যেন জেকহ্যামারের কম্পন সংক্রমিত হয়েছে, আর ধরে এসেছে হাত । ব্যথা করছে মাথা আর মাড়িতে । পিঠে অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে আর মনে হচ্ছে মেরুদণ্ড খচ খচ করছে ।

আঠাশটা খন্ড কাটতে পেরেছি আমি ।

আঠাশ ।

আরো চৌদ্দটা বাকী ।

আর তখন হবে সবেমাত্র শুরু ।

মনে হয়েছে কাজটা অসম্ভব । কখনো পারবো না ।

সেই নিরুদ্ভাপ হাতের স্পর্শ পেলাম আবারো ।

পারবে, আমার প্রিয়তম তুমি পারবে ।

আমার কানের ভনভনানি অনেকটা কমে এসেছে; ঋনিক পরে পরে এগিয়ে আসতে থাকা ইঞ্জিনের শব্দ পাচ্ছিলাম আমি...তারপরে প্রশমিত হয়ে শব্দ ডান দিকে সরে যাচ্ছিলো যখন ওগুলো ডানে মোড় নিয়ে ডিটার দিয়ে হাইওয়ে ডিপার্টমেন্টের তৈরি বাইপাস রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছিলো ।

আগামীকাল শনিবার...দুঃখিত, আজকে । আজকে শনিবার । ডোলান আসবে রবিবারে । হাতে একেবারেই সময় নেই ।

হ্যা, প্রিয়তম ।

বিষ্ফোরন তাকে টুকরো টুকরো করেছে ।

আমার প্রিয়তমাকে টুকরো টুকরো করা হয়েছে সে যা দেখেছিলো সে সম্পর্কে পুলিশকে সত্যি কথা বলার জন্য, সাহসী হওয়ার জন্য, ভীত না হওয়ার জন্য, আর ডোলান এখনো তার ক্যাডিলাকে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পান করছে বিশ বছরের পুরোনো স্কচ তখন তার রোলেক্স কবজিতে চকচক করে ।

ভেবেছিলাম একটু পরে আমি কাজে লাগার চেষ্টা করবো আবার, কিন্তু তারপরে স্বপ্নহীন এক নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলাম যেটা ছিলো মৃত্যুর মতো ।

জেগে উঠে দেখলাম সকাল আটটা বাজে, ইতোমধ্যেই সূর্য তেতে উঠেছে । কিরণ পরছে আমার মুখে । উঠে বসেতেই কুকিয়ে উঠলাম, ব্যথায় টিপ টিপ করতে থাকা হাত উড়ে গিয়ে পিঠ চেপে ধরলো । কাজ পড়ে আছে, আমাকে আরো চৌদ্দ টুকরা অ্যাসফাল্ট কাটতে হবে । আর হাঁটতেও পারছি না আমি ।

কিন্তু আমি হাঁটলাম ।

বৃদ্ধ মানুষের মতো পা টেনে টেনে হেঁটে গ্লোভ কম্পার্টমেন্টের কাছে গিয়ে ওটা খোললাম । এক বোতল এম্প্রিন রেখেছিলাম সেখানে এ ধরনেরই একটি সকালের আশংকায় ।

ভেবেছিলাম কী আমার অবস্থা এমন করুন হতে পারে? সত্যি কী ভেবেছিলাম?

ভালো কথা, ব্যাপারটা অদ্ভুত শুনাচ্ছে, তাই না?

পানি দিয়ে চারটি এম্প্রিন খেয়ে নিয়ে অপেক্ষা করলাম পনের মিনিট ওগুলো আমার পাকস্থলিতে গলে যাওয়ার জন্য, তারপরে শুকনো ফলের নাস্তা গোথ্রাসে গিলে নিয়ে পান করলাম লেমন পানীয় ।

দৃষ্টি দিলাম যেখানে অপেক্ষায় ছিলো কমপ্রেসর আর জেকহ্যামার সেদিকে । কমপ্রেসরের গায়ের হলুদ রং দেখে মনে হচ্ছিলো ওটা ইতোমধ্যেই

হিসহিস শব্দ করে ফুটতে শুরু করেছে সকালের সূর্য কিরনে। ওটার দিকে এগিয়ে গেলাম আমার খুঁড়ার জায়গার অন্য পাশে যেখানে স্কয়ার আকারে কেটে রাখা অ্যাসফাল্টগুলো রেখেছি।

আমার শরীর চাইছিলো না সেখানে গিয়ে জেকহ্যামার তুলে নিতে। হার্ভে ব্লকারের বলা কথাটা মনে পরলো আমার, তুমি কখনোই শক্তপোক্ত হবে না, বাছা। কিছু মানুষ আর গাছপালা তাপদাহে টিকে থাকতে পারে। কিছু শুকিয়ে মরে যায়...কেন তুমি এই কষ্টটা নিজের জীবনে টেনে আনতে চাইছো?

‘ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলো সে, ‘আমি তিফ্ল স্বরে টেঁচিয়ে উঠলাম। ‘তাকে ভালোবাসতাম আমি আর তাকে ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে।’

আমি কখনোই তাকে ফেরত পাবো না, কিন্তু এই চিৎকার কাজ চালিয়ে যাওয়ার শক্তি যোগাচ্ছিলো আমাকে। ভেনের ট্যাংক থেকে তেল চুসলাম পাইপ লাগিয়ে, কটু স্বাদে খক খক করে থুতু ফেললাম, কঠোর ইচ্ছে শক্তি দিয়ে আটকালাম সকালের নাস্তা উগলে দেওয়া। স্কণিকের জন্য ভাবলাম আমি কী করব যদি এমন হয় দীর্ঘ সাপ্তাহিক ছুটিতে যাওয়ার আগে রাস্তার কাজের কর্মীরা তাদের মেশিন থেকে ডিজেল ফেলে দিয়ে গিয়ে থাকে, চটজলদি ঝেটিয়ে বিদেয় করলাম দুঃচিন্তাটা। নিয়ন্ত্রনের বাইরের কোন জিনিস নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোন মানে হয় না। ক্রমাগত আরো বেশী করে নিজেকে অনুভূত হতে লাগলো একজন মানুষ যে কী না উপসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বি-৫২ থেকে একটা রোদ নিবারণের ছাতা নিয়ে পিঠে প্যারাসুট নেওয়ার পরিবর্তে।

কমপ্রেসরের কাছে নিয়ে গিয়ে ট্যাংকে ঢেলে দিলাম জ্বালানির ক্যানটা। আমার বাম হাতটা বাঁকিয়ে কমপ্রেসরের স্টার্টার কর্ডের হ্যান্ডেল ধরলাম। যখন টানলাম আরো ফোফা গলে গেল, কমপ্রেসর চালু হলে দেখলাম আমার হাতের তালু থেকে পুজ ঝরছে।

আমি জেকহ্যামারের কাছে হেঁটে গিয়ে আবারো চালু করলাম ওটা।

প্রথম ঘণ্টায় শারীরিক কষ্টটা সবচেয়ে বেশী হলো, তারপরে জেকহ্যামারের স্থিতিশীল কম্পনের সাথে এম্প্রিন মিশে মনে হলো সবকিছু

অসাড় হয়ে গেছে-আমার পিঠ, হাত, মাথা। শেষ অংশ অ্যাসফাল্ট কেটে বের করলাম এগারোটা নাগাদ। রাস্তার নির্মাণ কাজের যানে উঠা মাত্র চালাতে পারার জন্য টিংকারের কথা আমি কতোটা মনে করতে পারি সেটা দেখার সময় এখন।

টলমল পায়ে ভেনে ফিরে গিয়ে দেড় মাইল চালিয়ে আসলাম যেখানে রাস্তায় কন্সট্রাকশনের কাজ চলছে। প্রায় তৎক্ষণাত আমার প্রয়োজনের মেশিনটা দেখতে পেলাম: একটি বড় কেস-জরডান বাকেট-লোডার পেছনে গ্রাপল-আর-পিনসার্জ লাগানো। ১৩৫০০০ ডলার দামের একটি চাকাওয়ালা যান। আমি একটা কেটোরপিলার চালিয়েছি ব্রকারের হয়ে কাজ করার সময়, মনে হচ্ছে এটা প্রায় একই রকম।

ক্যাবে উঠে বসে আমি তাকালাম ঠিক শিফটের উপরে ছাপানো ডায়গ্রামের দিকে। ওটাকে দেখে মনে হলো প্রায় আমার বড় ট্রাকের ডায়গ্রামটার মতোই। একবার কী দুইবার ওটায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলাম। প্রথমে কিছুটা বাঁধা পেলাম কারন গিয়ারবক্সে কিছু কাকর ঢুকে ছিলো। যে লোকটা এটা চালায় সে সেন্ড-ফ্ল্যাপটা নামায় নি আর তার ফোরম্যান এটা যাচাই করে দেখেনি। ব্রকার হলে চেক করে দেখতো। এবং ড্রাইভারকে পাঁচ ডলার জরিমানা করতো, উইক এন্ডটা লম্বা হোক আর নাই হোক।

তার চোখ। আধা প্রশংসা আর আধা অবজ্ঞা মেশানো তার দৃষ্টি। সে কী ভাবতো লোডারটা এ রকম একটি মিশনে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে?

হার্ভে ব্রকারকে নিয়ে ভাবার মতো সময় এখন নয়; এখন সময় হচ্ছে এলিজাবেথ আর ডোলানকে নিয়ে ভাবার। বুঝালাম নিজেকে।

এক খন্ড চটের মতো বিছানো ছিলো ক্যাবের টিনের ফ্লোরে। ওটা তুলে চাবির জন্য তাকালাম আমি। কোন ভুল নেই চাবি নেই ওখানে। টিংকারে গলা আমার মনে ভেসে উঠলো: শালার জিনিস! একটা বাচ্চা পোলাপানও এগুলো চালাতে পারবে। কিছুই করার নেই। অশুভ পক্ষে একটা কারের ইগনিশন লক এগুলোতে থাকা উচিত ছিলো-নতুনগুলোতে আছে। এদিকে তাকাও, না চাবি খোঁজতে না, তুমি কোন চাবি পাবে না, তুমি কেন দেখতে চাচ্ছ চাবি কোথায়

গেলো? এখানে নিচে তাকাও। দেখছ তারগুলো ঝুলছে?

এখন আমি তাকিয়ে দেখলাম কিছু তার নিচে ঝুলছে, টিংকার আলাদা করে নির্দেশ করার পরে কেবলমাত্র ওগুলো আমার নজরে পরলো: লাল, নীল, হলুদ আর সবুজ। সবগুলো তারের এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গার ইনসুলেশন খসিয়ে ফেলে আমার পেছনের পকেট থেকে একটা আমার তার বের করে পেচালাম।

তুমি আমাকে বুঝতে পারছ? লাল আর সবুজ তারটা পেচাবে। এটা ভুলবে না তুমি কারন এর সাথে ফ্রিসমাসের মিল আছে। ইগনিশনের ব্যাপারটা দেখবে এটা।

আমার তারটা ব্যবহার করে লাল আর সবুজ তারের খোসা ছাড়ানো অংশটা পেচিয়ে ফেলে কেস-জরডানের ইগনিশন একত্র করলাম। মরুভূমির বাতাস চিকন ভো ভো শব্দ প্রবাহিত হয় শুনলে মনে হবে কেউ যেন সোড়া বোতলে উপর দিক থেকে ফু দিচ্ছে। গলা ঘাড় বেয়ে ঘাম দর দর করে নেমে যাচ্ছে শার্ট ভিজে জাপটে ধরেছে শরীর।

এখন তোমার বাদ আছে শুধু নীল আর হলুদ তার। এগুলোকে পেচাতে হবে না তোমাকে শুধু স্পর্শ করাতে হবে আর তোমাকে নিশ্চিত থাকতে হবে যেন একাজের সময় তারের ইনসুলেশন ছাড়ানো অংশ তোমার সংস্পর্শে না থাকে। চালু করার কাজটা করে এই নীল আর হলুদ তারটা। যখন অনুভব করবে তোমার আনন্দ ভ্রমণ যথেষ্ট হয়েছে তখন শুধু টেনে লাল আর সবুজ তার দুটো আলাদা করে দিবে। বন্ধ হয়ে যাবে ইঞ্জিন। ঠিক চাবি বন্ধ করার মতো।

আমি একত্রে স্পর্শ করলাম নীল আর হলুদ তারটা। একটা বড় হলুদ ফুলিঙ্গ লাফিয়ে উঠলো আর চমকে পিছিয়ে আসলাম আমি। আমার মাথার পেছন দিকে ধাক্কা খেলাম ক্যাবের পশ্চাদভাগের একটি মেটাল পোর্টের। সামনে ঝোকে তার দুটো একত্র করলাম আবারো। মোটর ঘুরতে শুরু করলো, ঘুৎ ঘুৎ শব্দ করলো, বাকোট-লোডার হঠাৎ করে একটু সামনে আগালো থেমে আবারো সামনে আগালো। ছিটকে পরলাম আমি ড্যাশবোর্ডের উপরে, মুখের

বাম দিকটা বাড়ি খেল টিয়ারিং বারে। ট্রান্সমিশনটা নিউট্রাল করতে ভুলে গিয়েছিলাম আমি আর এর পরিণতিতে প্রায় হারাতে বসেছিলাম একটা চোখ। আমি যেন টিংকারের হাসি শুনতে পাচ্ছিলাম।

ওটা ঠিক করে তার জুড়ে দিলাম আবারো। মোটর ঘুরতে শুরু করলো ঘুং ঘুং শব্দ করে, হুইসেল দেওয়ার মতো শব্দ করে ধপ্ করে এক গাদা নোংরা কালো ধোঁয়া ছাড়লো বাতাসে, মরুভূমির অবিরাম বয়ে চলা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেল। তারপর মোটর অমসৃণ তিস্ত শব্দ করতে লাগলো। অনবরতো নিজেকে বুঝিয়ে চললাম মেশিনটা ময়লা জমে জ্যাম হয়ে আছে—যে মানুষ সেভ-ফ্যাল্প না নামিয়ে চলে যায় বেমালুম যেকোন জিনিস ভুলে যেতে পাও সে-কিস্ত আমি ক্রমেই আরো বেশী করে নিশ্চিত হচ্ছিলাম যে তারা ডিজেল ফেলে দিয়ে গেছে, যেমনটা আমি ভয় পেয়েছিলাম।

তারপর যখন আমি প্রায় ক্ষান্ত দিয়ে লোডারের ফুয়েল ট্যাংকে তেলের গভীরতা যাচাই করে দেখার জন্য কিছু একটা খোঁজছিলাম সেই মুহূর্তে মোটর ঘাড়ের মতো গর্জন করে জীবন্ত হয়ে উঠলো।

তারগুলো ওভাবেই রাখলাম আমি-ধোঁয়া উঠছিলো নীল তারের উন্মোখত অংশ থেকে—ইঞ্জিনের ধোঁয়া নিয়ন্ত্রনের ঢাকনাটা ধোঁয়ার ধাক্কায় ঠকঠক করছিলো। যখন মসৃণ শব্দ তৈরি চলতে শুরু করলো মোটর, আমি ফাস্ট গিয়ারে ফেলে এটা ঘুরিয়ে নিয়ে চললাম চতুর্ভুজ আকারে কাটা জায়গাটার দিকে হাইওয়ের পশ্চিম পাশের লেন দিয়ে।

ইঞ্জিনের গর্জন আর অগ্নিশিখার মতো তাপদাহে বাকিটা দিন দোষখ যন্ত্রণায় কাটলো। কেস-জরডানের ড্রাইভার সেভ-ফ্যাল্প নামাতে ভুলে গেছে কিস্ত সান আন্ড্রেলা নেওয়ার কথা তার মনে ছিলো ঠিকই।

বেলা প্রায় দুইটার আগ দিয়ে আমি সবকয়টা অ্যাসফাল্ট টুকরো টুকরো করে কেটে পানি নিষ্কাশনের নালাতে ফেলতে সমর্থ হলাম। সাঁড়াশি দিয়ে কাজ করতে আমাকে কোন জটিলতা পোহাতে হয়নি। আর শেষের দিকের শেড আকারের টুকরোগুলো ভেঙ্গে দুই টুকরো করে নালা দিয়ে ঢেলে নামিয়ে দিয়েছি হাত দিয়ে। ভয় পেয়েছিলাম যদি আমি সাঁড়াশি ব্যবহার করি তাহলে

হয়তো ওগুলো ভেঙ্গে যাবে।

সব অ্যাসফ্ল্যাট নালা দিয়ে নামিয়ে দেওয়ার পরে আমি বাকেট-লোডার চালিয়ে রাস্তার যন্ত্রপাতি যে জায়গাটায় একত্রে রাখাছিলো সেখানে ফেরত গেলাম। তেল কমে এসেছিলো, এখন আবার পাইপ লাগিয়ে সাইফন করে তেল ভরতে হবে। ভেনের ওখানে থেমে সাইফনটা নিলাম...আর আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম মোহাচ্ছন্ন হয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি পানির বড় জেরিক্যানের দিকে। খনিকের জন্য ছুড়ে ফেলে দিলাম সাইফনটা এবং হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করলাম ভেনের পেছনে। আমার মুখ, ঘাড়, বুকের উপরে পানি ঢেলে দিয়ে আনন্দে চেষ্টা করে উঠলাম। আমি জানতাম যদি পান করি আমি বমি করবো, তারপরেও পান করতে হতো আমাকে। তাই করলাম এবং আমার বমি হলো। মাথাটা একপাশে ঘুরিয়ে কাকরার মতো হামাগুড়ি দিয়ে যতোটা দূরে সরে আসা যায় সরে এলাম।

তারপরে আবারো ঘুমিয়ে পরলাম আমি। যখন আমার ঘুম ভাঙলো তখন প্রায় গোখুলি লগ্ন। কোথাও একটি নেকড়ে লালচে নীল আকাশে উঠা নতুন চাদের দিকে হুকার দিচ্ছিলো।

মরে আসা আলেয় যে জায়গাটা আমি কেটেছি সেটাকে সত্যি কবরের মতো দেখাচ্ছিলো-বিশালাকার কোন পুরাণিক রাক্ষসের কবর। হয়তো দৈত্যের। কখনোই না, আমি বলবো যে অ্যাসফ্ল্যাটের মাঝে একটি বড় গর্ত।

দয়াকরে, এলিজাবেথ আবারো ফিসফিস করলো। দয়াকরে...আমার জন্য।

গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট থেকে আরো চারটা এমগ্রিন বের করে গিলে ফেললাম।

'তোমার জন্য,' আমি বললাম।

আমি কেস-জরডানকে এমনভাবে পার্ক করলাম যেন ওটার ফুয়েল ট্যাংক বুলডোজারের ট্যাংকের কাছাকাছি হয়। একটি ক্রোবার ব্যবহার করে দুটোর ক্যাপই চাপ দিয়ে খোললাম। রাজ্যের কর্মচারী একজন ডোজার চালক হয়তো তার যানের সেন্ড-ফ্ল্যাপ নামিয়ে যেতে ভুলে যেতে পারে কিন্তু ফুয়েল কেপ

লক করতে ভুলে যাবে, যখন ডিজেল লিটার প্রতি ১.০৫ ডলার? কখনোই না।

আমি ডোজার থেকে আমার লোডারে তেলের প্রবাহ চালু করে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কোন কিছু না ভাবার চেষ্টা করলাম। দেখলাম আকাশের চাঁদটা উঁচু থেকে আরো উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। খানিক বাদে আমি অ্যাসফ্যাল্টের কাটা জায়গাটায় আবারো ড্রাইভ করে ফিরে গিয়ে শুরু করলাম খনন কাজ।

চন্দ্রাণ্ডায় বাকোট-লোডার চালানো অনেক সহজ ফুটপুট মরুভূমির সূর্যের নিচে জেকহামার চালানোর চেয়ে, কিন্তু কাজের অগ্রগতি খুব শ্রুথ হচ্ছিলো কারণ আমি ঠিক করেছিলাম যে করেই হোক খুঁড়ে বের করা গর্তটার তলদেশ ডান দিকে ঢালু হয়ে নেমে যাবে। এর ফলে আমাকে ঘন ঘন আমার সাথে করে নিয়ে আসা কারপেন্টার লেভেলটা এডজাস্ট করতে হচ্ছিলো। এর মানে হচ্ছে লোডার বন্ধ করে নেমে এসে পরিমাপটা দেখে আবারো উঠে গিয়ে চালকের আসনে বসা। সাধারণ ভাবে এটা কোন সমস্যা না, কিন্তু মাঝরাত নাগাদ আমার শরীরের গ্রুশ্চি পেশি শক্ত হয়ে উঠলো আর প্রত্যেক নড়াচড়াতেই হাড় আর পেশির ভেতর দিয়ে চিন চিনে ব্যাথা হতে শুরু করলো। সবচেয়ে খারাপ অবস্থাটা হলো পিঠের; ভয় পেতে শুরু করলাম আমি হয়তো ওটার বেশ ভালো রকমের ক্ষতি সাধন করেছি।

কিন্তু এটা নিয়ে-অন্য সব ব্যাপারগুলোর মতো-আমাকে পরে দুঃচিন্তা করতে হবে।

যদি একটি গর্ত পাঁচ ফিট গভীর সেই সাথে বিয়াল্লিশ ফিট লম্বা এবং পাঁচ ফিট চওড়া করার প্রয়োজন হয়, এটা সত্যি অসম্ভব বাকোট-লোডার থাকুক আর নাই থাকুক-আমি সম্ভবত তাকে মহাশূন্যে পাঠিয়ে দেওয়া নয়তো তাজমহল তার উপরে নিক্ষেপ করার পরিকল্পনা করতে পারতাম।

এধরনের ব্যাপ্তির পুরো জায়গাটায় মাটির পরিমাণ এক হাজার ঘন ফিটের চেয়েও বেশি।

‘তোমাকে অবশ্যই ফানেল আকারের করতে হবে, ওটা তোমার বদ আলিয়েনদের শুশ্বে নিবে,’ আমার গণিতজ্ঞ বন্ধু বলেছিলো, ‘তারপর তোমাকে

সমতল ঢাল তৈরি করতে হবে যেটা বৃত্ত চাপের মতো বাঁকা হয়ে অবতরণটা বেশ নীরবে সম্পাদক করবে।’

সে ঐকে দেখিয়েছিলো একটা অন্য একটা গ্রাফ পেপারে।

‘এর মানে হচ্ছে তোমার আন্তঃগ্যালাক্টিক বিদ্রোহী অথবা তারা যাই হোক না কেন শুধুমাত্র প্রয়োজন হবে প্রাথমিক অবস্থায় তাদের আকার যা মনে হবে তার অর্ধেক পরিমাণ মাটি সরানোর। এক্ষেত্রে-খসড়া খাতায় দ্রুত কলমের আঁচড় কেটে বলেছিলো, ‘পাঁচশ পঁচিশ ঘন ফিট। সামান্য পরিমাণ। একজন মানুষই করতে পারে।’

আমিও সে রকমই বিশ্বাস করেছিলাম এক সময়, কিন্তু আমি হিসেবে ধরিনি গরম...ফোঁসকা...চরম ক্রান্তি...আর পিঠে অনবরত ব্যাথা।

এক মিনিটের জন্য থামি, কিন্তু কখনোই এর চেয়ে বেশী নয়। ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া গর্তের পরিমাপ করি।

এটা ততোটা খারাপ না যতোটা তুমি ভেবেছিলে, তাই না প্রিয়তম?
অন্তত পক্ষে এটা রোডবেড এবং মরুভূমির সাবসয়েল না।

আমি আরো বেশী আস্তে চলছিলাম দৈর্ঘ্য বরাবর কবরের গর্তের গভীরতা যতো বাড়ছিলো। এখন যখন আমি লোডার নিয়ন্ত্রণের কাজ করছি আমার হাত দিয়ে রক্ত ঝরছে। ড্রপ-লিভার প্রচণ্ড বল প্রয়োগ করে সামনের দিকে চাপতে হচ্ছে যতোক্ষণ পর্যন্ত না বাকেট মাটি স্পর্শ করছে। ড্রপ-লিভার আবার টেনে ফেরত আনলে ধাক্কা লাগে যেটা আর্মেচারকে প্রশারিত করে একটি উঁচু তিক্ষ্ণ হাইড্রোলিক ধ্বনির সাথে। তাকিয়ে দেখছিলাম যখন তৈলাক্ত ধাতব পদার্থ নোংরা কমলা রংয়ের কেসিং থেকে বেরিয়ে এসে বাকেটকে ধাক্কিয়ে মাটির ভেতরে ঢুকাচ্ছিলো। আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঝলকাচ্ছিলো অহরহ যখন বাকেট নুড়ি পাথরের টুকরার সাথে ঘষা খাচ্ছিলো। এখন বাকেট তুলে এনে...দুইটি অংশকে যুক্ত করে স্তূপ করে এনে ফেলছিলাম নালায়, এতে ইতোমধ্যেই সেখানে থাকা অ্যাসফাল্টগুলো ঢাকা পরলো।

চিন্তিত হয়ে না, প্রিয়তম-তোমার হাতটা ব্যাভেজ করে নিতে পারবে কাজ শেষ হলে। যখন তার খেল খতম হবে।

‘তাকে ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে,’ চোঁচিয়ে উঠে বাকেটটা খনন কাজের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে আসলাম যেন আমি আরো দুইশ পাউন্ড মাটি সরিয়ে খুঁড়তে পারি ডোলানের কবর।

সময় কেমন উড়ে চলে যায় যখন আপনি সুসময় পারি দেন।

খানিক বাদে আমি লক্ষ্য করলাম একটা অস্পষ্ট সরু আলো পূর্ব দিকে। কার্পেনটার’স লেভেল দিয়ে তলদেশের ঢালের পরিমাপ নেওয়ার জন্য নামলাম আরেক বার—একেবেরে শেষ প্রান্তের দিকে এগুলাম আমি। ভেবেছিলাম যেতে পারবো। হাঁটু গেড়ে বসার সময় অনুভব করলাম পিঠের কিছু একটা ছিড়ে গেল। এমন ভাবে ভোঁতা একটা ব্যাথা নেমে গেল যেন মট্ মট্ করে ভেঙ্গে গেল হাড়গুলো।

কান্না জড়ানো আর্থনাদ বেরিয়ে এলো আমার মুখ দিয়ে এবং খনন কাজের ঢালু মেঝেতে ধপ করে পড়ে গেলাম। ঠোঁট কামড়ে ধরলাম তীব্র যন্ত্রণায়। হাত চেপে ধরলাম পিঠের নিচের দিকে।

আস্তে আস্তে মরণ যন্ত্রণাটা প্রশমিত হয়ে এলে পায়ে ভর করে দাঁড়াতে পারলাম আমি।

এই তো মনে হচ্ছে সব ঠিক হয়ে গেছে। চলে গেছে। ব্যাথাটা মারাত্মক ছিলো, কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে এখন।

দয়া করে প্রিয়তম, এলিজাবেথ আবার ফিসফিস করলো—এক সময় যেটা অসম্ভব বলে বিশ্বাস হতো, সেই ফিসফিসে স্বরের উপরে আমার মনের ভেতরে চাপা অসন্তোষ তৈরি হতে শুরু করলো; ওকে মনে হলো প্রচণ্ড নির্দয়।

দয়াকরে বাদ দিয়ো না। দুহাই লাগে চালিয়ে যাও।

খুঁড়ে যাব? হাঁটতে পারবো কিনা সেটাই জানি না আমি!

কিন্তু খুব সামান্যই তো বাদ আছে!

কণ্ঠস্বরটা বিলাপের মতো টানা স্বরে কেঁদে উঠলো—ওটা আর শুধুমাত্র সেই কণ্ঠটা থাকলো না যে এলিজাবেথের হয়ে কথা বলে, যদি এটা কখনো হয়ে থাকে; ওটা হয়ে উঠলো এলিজাবেথ স্বয়ং।

খুব সামান্য বাদ আছে, সোনা!

খুঁড়ে ফেলা জায়গাটার দিকে বাড়তে থাকা চাঁদের আলোয় তাকিয়ে আস্তে করে মাথা নাড়লাম আমি। সে ঠিক বলেছে। বাকেট লোডার শেষ প্রান্তের মাত্র পাঁচ ফিট দূরে রয়েছে; সর্বোচ্চ সাত। কিন্তু অবশ্যই এটা হচ্ছে সবচেয়ে গভীর পাঁচ কিংবা সাত ফিট; সবচেয়ে বেশী কাকর মিশ্রিত পাঁচ কিংবা সাত ফিট।

তুমি এটা করতে পারবে, সোনা-আমি জানি পারবে তুমি।

মিষ্টি স্বরে এমন করে বললো যেন আমাকে ভুলিয়ে কাজটি করিয়ে নিতে চাইছে।

কিন্তু এটা কষ্টস্বর ছিলো না যা আমাকে একাজ চালিয়ে নিতে প্ররোচিত করলো। যে জিনিসটা সত্যিকার অর্থে আমাকে আকৃষ্ট করলো তা হলো, ডোলান তার পেনটহাউসে ঘুমোচ্ছে যখন আমি এই গর্তে দাঁড়িয়ে আছি গড় গড় শব্দ তৈরিকারী তীব্র কটু গন্ধ ছড়ানো বাকেট-লোডারের পাশে, সারা গায়ে ধোলো বালি মাখা আর আমার হাত টন টন করছে প্রায় ক্ষয়ে গেছে। অন্যদিকে ডোলান ঘুমোচ্ছে সিল্কের পাজামা পরে আর তার ব্রন্ড নারীদের একজন তার পাশে ঘুমোচ্ছে শুধুমাত্র টপ পরে।

বিল্ডিংয়ের নিচ তলায় পার্কিং গ্যারাজে তার ক্যাডিলাক ইতোমধ্যেই লাগেজে বোঝাই হয়েছে, গ্যাস নেওয়া হবে তাহলেই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

‘ঠিক আছে, তাহলে,’ আমি বললাম। আস্তে করে বাকেট-লোডারের সিটে উঠে বসে ইঞ্জিনের গতি বাড়িয়ে দিলাম।

নয়টা পর্যন্ত এক নাগারে কাজ করে তারপরে ক্ষান্ত দিলাম আমি-অন্য আরো কিছু কাজ করার আছে, আর আমার সময় ফুরিয়ে আসছিলো। আমার ফাঁদের গর্ত চল্লিশ ফিট লম্বা। এটাকে অবশ্যই যথেষ্ট হতে হবে।

বাকেট-লোডার আগে যেখানে রাখাছিলো সেখানে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে পার্ক করে রাখলাম। আবারো এটা লাগবে আমার, আর তারমানে হচ্ছে সাইফনিং করে আরো তেল ঢুকাতে হবে, কিন্তু এখন এ কাজের জন্য কোন সময় হাতে নেই। আমার শরীর আরো এমপ্রিন চাচ্ছে, কিন্তু বোতলে আর

বেশী অবশিষ্ট নেই এবং ওগুলোর সবকটাই আজকে দিনের পরবর্তী ভাগে আমার লাগবে...আর আগামীকালও। ওহ্ হ্যায়, আগামীকাল সোমবার, গৌরবান্বিত ফোর্থ।

এম্প্রিনের পরিবর্তে পনের মিনিট রেস্ট নিলাম আমি। অপচয় করার মতো সামান্য সময় আমার হাতে ছিল, কিন্তু আমি নিজের উপরে চাপ দিচ্ছিলাম একই ভাবে কাজটা করে যেতে। ভেনের ভেতরে চিত হয়ে গুলাম, আমার মাংশপেশী লাফানোর মতো করে স্পন্দিত হচ্ছিলো। শুয়ে শুয়ে ডোলানের কথা ভাবলাম আমি।

সে শেষ মুহূর্তের গোছ গাছ করছে এখন একটি ট্রাভেল-অলে-কিছু কাগজ চোখ বুলিয়ে নেওয়ার জন্য, একটি টয়লেট কিট, হয়তো একটি পেপারব্যাগ বই কিংবা এক তাড়া তাস। ভাব সে উড়ে যাচ্ছে এবার? আমার ভেতরে অন্তর্নিহিত একটি রহস্যময় কণ্ঠস্বর কথা বলে উঠলো, কোন ভাবে ভাবনাটাকে তাড়াতে পারলাম না-একটা কাতর স্বর বেরিয়ে এলো আমার ভেতর থেকে। সে আগে কখনো এলএ-তে উড়ে যায়নি-তার ক্যাডিলাকে করে গিয়েছে সব সময়। আমার একটা ধারণা জন্মেছে আকাশ পথে ভ্রমণ পছন্দ করে না সে। তারপরেও সে গিয়েছে-সেই সুদূর লন্ডনে উড়ে গিয়েছিলো সে একবার-এই ভাবনাটা দীর্ঘক্ষণ মনের মধ্যে খুঁচ খুঁচ করলো।

সাড়ে নটার দিকে আমি ক্যানভাসের রোল, বড় ইন্ডাসট্রিয়াল স্টাপলার আর কাঠের তক্তার গাঁজগুলো বের করে আনলাম। দিনটা মেঘাচ্ছন্ন আর কিছুটা ঠান্ডা-ঈশ্বর মাঝে মাঝে কৃপা করে সুনজরদেন। এ সময়ের আগ পর্যন্ত আমি যন্ত্রণায় আমার টাক মাথার দুর্দশার দিকে নজর দিতে ভুলে ছিলাম, কিন্তু এখন, যখন আঙ্গুল বুলালাম তীব্র ব্যথায় হিশ শব্দের মতো আর্তনাদ বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে। বাইরের প্যাসেঞ্জার মিরর দিয়ে তাকলাম আমি, দগদগে লাল হয়ে আছে তালুটা-প্রায় একটি আলুবোখারার মতো রং।

অন্যদিকে ভেগাসে হয়তো শেষ মুহূর্তের ফোন কলগুলো সেরে নিচ্ছে ডোলান। তার ড্রাইভার হয়তো সামনের দিকে নিয়ে আসছে ক্যাডিলাকটাকে। শুধুমাত্র পাঁচাত্তর মাইলের মতো দূরত্ব ওটা আর আমার মধ্যে, আর খুব

তাড়াতাড়িই কাডিলাকটা দূরত্ব কমাতে শুরু করবে ঘটায় ষাট মাইল বেগে ।
আমার এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোক করার সময় নেই রোদে পোড়া তালু
নিয়ে ।

সোনা, আমি খুব ভালোবাসি তোমার রোদে পোড়া টেকো মাথা,
পাশ থেকে বলে উঠলো এলিজাবেথ ।

‘ধন্যবাদ, বেথ,’ বলে কাঠের গৌজগুলো গর্তের কাছে নিতে শুরু করলাম
আমি ।

এখানকার কাজটা হালকা একটু আগে করা আমার খুঁড়াখুঁড়ির কাজের
সাথে তোলনা করলে আর পিঠের অসহ্য যন্ত্রণাটা প্রশমিত হয়ে আসলো झুল
চিনচিনে ব্যথায় ।

কিন্তু পরে কী হবে?

সেই স্বরটা চেস দেওয়া গলায় জিজ্ঞেস করলো । পরে কী হবে, হু?

পরে যন্ত্র নিতে হবে এটোর, এই তো । দেখে মনে হতে লাগলো যে ফাঁদটা
প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে আর এই ব্যাপারটাই গুরুত্বপূর্ণ ।

কাঠের পাতলা তক্তাগুলো আড়াআড়ি ভাবে গর্তটাকে ঢেকে দিয়ে সামান্য
অংশ বাড়তি থাকলো যেটা গর্তের বাইরে অ্যাসফাল্টের উপরে পরলো, এতে
একটা স্তর তৈরি হলো গর্তের উপরে । রাতের বেলা কঠিন হতো একাজটা,
তখন অ্যাসফাল্ট শক্ত থাকে, কিন্তু এখন সকালের মাঝামাঝি সময়ে এটা
তৈলাক্ত কাঁদার মতো, আঠার মতো আটকে ধরছে ।

যখন আমি সবগুলো তক্তা দিয়ে ঢাকার কাজ শেষ করলাম তখন গর্তটা
আমার প্রথমে চক দিয়ে আঁকা ডায়াগ্রামটার মতো রূপ নিলো শুধু মাঝের
লাইনগুলোর দাগ বাদে । ভারী ক্যানভাসের রোলটা আমি গর্তের অগভীর
প্রান্তে এনে অবস্থান ঠিক করলাম তারপরে খসিয়ে নিলাম ওটাকে বেধে রাখা
রশিটা ।

তারপর আমি বিয়ান্টিশ ফিট ঢেকে ফেললাম রুট ৭১-য়ের ।

খুব কাছ থেকে দৃষ্টিক্রম যথার্থ না-যেমন মঞ্চের সাজ সজ্জা কখনোই
প্রথম তিন সারি থেকে নিখুঁত দেখায় না । কিন্তু মাত্র কয়েক গজ দূর থেকে

এটা সত্যিকার অর্থেই চিহ্নিত করা অসম্ভব। ক্যানভাসটা ধূসর-কালো বর্ণের যা রুট ৭১ এর সত্যিকারের রংয়ের সাথে একেবারে মিলেগেছে।

ক্যানভাসটাকে কাঠের তক্তার সাথে স্ট্যাপল করতে করতে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম দৈর্ঘ্য বরাবর। আমার হাত কাজটা করতে সায় দিচ্ছিলো না, কিন্তু প্রলুব্ধ করলাম।

ক্যানভাস নিরাপদ হলে, আমি ভেনে ফিরে এসে চলকের আসনে নিচু হয়ে বসলাম কারন আমার মাংশপেশিতে খিচুনি হচ্ছিলো, ওটা চালিয়ে নিয়ে আসলাম রাস্তার উঁচু জায়গাটার উপরে। সেখানে স্বত্ত্বিতে বসে নিচের দিকে তাকলাম আমার কারিগরি করা জায়গাটির দিকে। তারপরে নেমে এসে আবারো অমনোযোগী দৃষ্টিতে তাকলাম রুট ৭১-য়ের দিকে। কোন নির্দিষ্ট জিনিসের দিকে দৃষ্টি দিতে চাইলাম না, আমি চাইলাম যেন পুরো ছবিটাই এক সাথে নজরে আসে। দৃশ্যপট টাকে যতোটা দেখা সম্ভব আমি দেখার চেষ্টা করলাম যেমনটা ডোলান আর তার লোকেরা দেখবে যখন তারা উঁচু জায়গাটা পেরিয়ে আসবে। আমি একটা ধারণা নিতে চেষ্টা করলাম তাদের কাছে কতোটা ঠিক কিংবা বেঠিক মনে হবে।

আমি যা দেখলাম তা আমার কল্পনার চেয়ে ভালো।

সোজা রাস্তার দূর প্রান্তে রাখা রোড মেশিনারীজ দেখে খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে রাস্তার পাশের মাটির ঢিবিটা, যেটা আমার খুঁড়াখুঁড়ির ফলে তৈরি হয়েছে। অ্যাসফাল্টের টুকরোগুলো প্রায় পুরোই নালাতে মাটি চাপা পড়েছে। কিছু এখনো দেখা যাচ্ছে-বাতাস উঠেছে, আর ধোলো উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাতাস-কিন্তু সেটা দেখে মনে হচ্ছে ঢালাই কাজের অবশিষ্টাংশ। যে কমপ্রেসরটা আমি ভেনের পেছনে করে নিয়ে এসেছিলাম দেখে মনে হচ্ছে হাইওয়ে ডিপার্টমেন্টের যন্ত্র।

আর এখন থেকে ক্যানভাসের কারিগরিটা দেখে মনে হচ্ছে একেবারে যথার্থ-রুট ৭১ কেউ কখনো স্পর্শ করেনি।

গাড়ি ঘোড়ার ভিন্ন প্রচন্দ থাকে শুক্রবার দিন এবং শনিবার দিনও থাকে তবে অপেক্ষাকৃত কম-মোটর গর্জন করে ডিটারের ঘুরানো রাস্তা দিয়ে চলে

যাচ্ছিলো প্রায় নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। কিন্তু আজকের সকালটা ব্যতিক্রম প্রায় কোন গাড়িই চলছে না; বেশীভাগ মানুষই চলে গেছে যেখানে তারা স্বাধীনতা ঘোষণা দিবসটা কাটাতে চেয়েছে, নয়তো ইটারস্টেইট রোড দিয়ে যাচ্ছে, চল্লিশ মাইল দক্ষিণে যেতে হয় সেখান দিয়ে যেতে। আমার জন্যে ভালো হয়েছে এটা।

ভেনটা নিয়ে আমি পার্ক করলাম দৃষ্টি সীমার বাইরে ঢালের উর্ধ্বভাগ পেরিয়ে এবং উপর হয়ে পেটের উপরে গুয়ে রইলাম দশটা পঁয়তাল্লিশের আগ পর্যন্ত। তারপর যখন একটি মিল্ক-ট্রাক আস্তে করে হেলদুলে লোহা লককড়ের শব্দ তোলে ডিটার দিয়ে চলে গেলো। আমি ভেন নিচে নামিয়ে পেছনের দরজা খোলে সবগুলো রোড কৌন ভেতরে ছুড়ে দিলাম।

জুলজুলে এ্যারো সাইনটা একটা কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো-প্রথমে আমি দেখতে পারছিলাম না কিভাবে ওটাকে তালা দেওয়া ব্যাটারী বক্স থেকে বিচ্ছিন্ন করবো নিজেকে বিদ্যুৎপৃষ্ট না করে। তারপরে দেখতে পেলাম প্লাগটা। একটা শক্ত রাবারের ঢাকনা দিয়ে প্রায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে সাইন-কেসের ভেতরে...আমার মনে হলো কেউ যেন মজা করে এমন হাইওয়ে সাইনের প্লাগ টেনে খসিয়ে রেখে যেতে না পারে তাই এই সামান্য সতর্কতা।

একটা হাতুড়ি আর বাটাল পেলাম আমার টুল বক্সে, এবং চারটি কঠিন আঘাতই যথেষ্ট হলো ঢাকনাটা ভেঙ্গে টুকরো করে ফেলার জন্যে। একটা প্লাস দিয়ে জোরে টেনে ওটা সরিয়ে ফেলে খোলে ফেললাম তারটা। এ্যারো সাইনটা নিভে অন্ধকার হয়ে গেলো। আমি ব্যাটারীর বক্সটা নালায় ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দিলাম।

চারটি বন্টু এ্যারো সাইনটাকে ধরে রেখেছে একটি নিচু স্টীলের দোলনার মতো কাঠামোতে। ওগুলোকে খসলাম আমি যতটা দ্রুত সম্ভব, কানে আরেকটি মোটরের শব্দ বাজছে। কেউ একজন আসতেই পারে, কিন্তু অবশ্যই ডোলানের আসার সময় হয়নি এখনো।

ভেতরের নৈরাশ্যবাদী কণ্ঠটা জেগে উঠলো আবারো।

কেমন হবে যদি সে উড়ে যায়?

সে আকাশ পথে ভ্রমণ পছন্দ করে না।

সে ড্রাইভ করেই গেলো কিন্তু অন্য পথে গেলো তখন কেমন হবে? ধর,
সে ইন্টারস্টেইট দিয়ে গেলো তখন? আজকে অন্য সবাই যাচ্ছে...

৭১ নাম্বার রোড দিয়েই সব সময় যায় সে।

কিন্তু আজকে যদি-

চুপ কর, আমি হিশ করে উঠলাম। আর একটা কথাও না একেবারে চুপ
মেরে থাক।

সহজভাবে নাও সোনা! সব কিছু ঠিক ভাবেই হবে।

আমি এ্যারো সাইনটা ভেনের পেছনে বড়ির সাথে ঠেস দিয়ে রাখলাম
এতে কিছু বালু ভেসে গেলো। আরো কিছু ভাঙ্গলো যখন ওটার উপরে ছুড়ে
দিলাম স্টীলের দোলনার মতো কাঠামোটা। তীর চিহ্নটা আর কৌনগুলো
সরিয়ে নিয়েছি আমি; এখন একমাত্র যা অবশিষ্ট আছে তাহলো কমলা রংয়ের
সতর্কীকরণটা: রাস্তা বন্ধ ডিটার ব্যবহার করুন।

একটা কার আসছে। আমার মনে হলো যদি ডোলান আগেভাগে চলে
এসে থাকে, পুরো শ্রমটাই পন্ত হবে-ড্রাইভার সহজেই ডিটার দিয়ে ঘুরে চলে
যাবে, আমাকে এই মরুভূমিতে উন্মাদ বানিয়ে।

এই কারটা একটা শেভরোলে।

আমার বুকের ধরফরানি কমে আসলো আর একটা দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লাম
যেন হাপ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু এখন নার্ভাস হওয়ার জন্য কোন সময় নেই।

ভেনটা চালিয়ে ফেরত গেলাম যেখানে আমার তৈরি করা ধূম্রজাল দেখার
জন্য গিয়েছিলাম এবং সেখানে পার্ক করলাম আবার। আমার ভেনের পেছনে
বিশৃঙ্খল হয়ে থাকা জিনিসপত্রের নিচ থেকে হাতের বের করে আনলাম
জেক। পিঠের যন্ত্রণা চাপা দিলাম দাঁত কামড়ে। জেক লাগলাম ভেনের
পেছনের প্রান্তে এবং লাগ-নাট খোলে ফেললাম পেছনের চাকার, এটা
লোকেরা আসার সময় দেখতে পাবে, এবং চাকাটা ছুড়ে দিলাম ভেনের
পেছনে। আরো কাঁচ ভাঙ্গলো, আমি শুধু আশা করতে পারলাম যেন ওটার
কোন ক্ষতি না হয়ে থাকে। আমার কাছে কোন বাড়তি টায়ার নেই।

ভেনের সামনের অংশে উঠে আমার পুরোনো বাইনোকুলারটি নিয়ে হাঁটা

দিলাম ডিটারের দিকে। ওটা পেরিয়ে এসে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব রাস্তার পরবর্তী উঁচু ঢালে উঠে আসলাম-পা টেনে টেনে কোন ক্রমে আসতে পারলাম আমি।

চুড়ায় উঠে এসে বাইনোকুলার দিয়ে পূর্ব দিকে দৃষ্টি নিবন্ধকরলাম।

আমার দৃষ্টিসীমা ছিলো তিন মাইল। পূর্বদিকে দুই মাইল বিস্তৃত রাস্তা দেখতে পেলাম। বর্তমানে এগিয়ে আসছে ছয়টি যান। প্রথমটি বিদেশী কার ড্যাটসান কিংবা সুবরিও, মনে হয় এক মাইলেরও কম দূরত্বে আছে। তার পেছনেরটা একটা পিক-আপ, আর সেই পিক-আপের পেছনেরটা দেখে মনে হচ্ছে একটি মাস্ট্যানং। অন্যগুলো শুধুমাত্র মরুভূমিতে আলোর ঝলকের মতো দেখা যাচ্ছে রং আর কাঁচের জন্য।

প্রথম কারটি যখন নিকটে আসলো-সুবরিও ছিলো ওটা-বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রসারিত করে দাঁড়ালাম আমি। রাইড প্রত্যাশা করছিলাম না যেমনটা আমাকে দেখে মনে হচ্ছিলো এবং হতাশও হলাম না আমি। ড্রাইভ করতে থাকা দামী সাজে সজ্জিত মহিলা আমার দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকালো আর এমন ভাবে বন্ধ হয়ে গেলো তার মুখ যেন মুষ্টিঘাত খেয়েছে। তারপর সে রাস্তার উঁচু চূড়াটা পেরিয়ে ডিটার দিয়ে চলে গেলো।

‘গোসল করে আস, বন্ধু!’ পিক-আপের ড্রাইভার আমার দিকে চোঁচালো প্রায় আধা মিনিট পরে।

মাস্ট্যানংটা আসলে ছিলো একটা এসকোর্ট। এর পরে চলে গেলো একটা প্রুমাউথ, ওটার শব্দ শুনে মনে হলো বাচ্চা কাঁচায় ভর্তি, ভেতরে বালিশ লড়াই খেলা চলছে।

কোন চিহ্ন নেই ডোলানের।

ঘড়ির দিকে তাকালাম আমি, সকাল ১১:২৫। যদি সে এই দিক দিয়ে আবির্ভূত হতে চায়, তাহলে খুব তাড়াতাড়িই হওয়ার কথা। এখনই উৎকৃষ্ট সময়।

আমার হাতের ঘড়ি আস্তে আস্তে ১১:৪০ এ চলে আসলো কিন্তু এখনো চিহ্ন নেই। শুধুমাত্র একটা সম্প্রতিক মডেলের ফোর্ড আর হার্সে চলে গেল

মেঘের মতো কালো রংয়ের ।

সে আসছে না । ইন্টারস্টেইট দিয়ে চলে গেছে সে । নয়তো উড়ে গেছে ।

না সে আসবে ।

সে আসবে না । তুমি ভয় গেয়েছিলে সে হয়তো তোমার গন্ধ পেয়ে যাবে
আর হয়েছেও তেমনটাই । সেজন্যেই যাতায়াতের ধরনে বৈচিত্র্য এনেছে সে ।

আরেকটা আলোর ঝলকানি দেখা গেল দূরে । একটা বড় কার । যথেষ্ট
পরিমাণ বড় একটা ক্যাডিলাক হওয়ার মতো ।

পেটের উপরে শুয়ে, কুন্‌ই দিয়ে বালু কাকরের উপরে ভর দিয়ে কাঁধ উঁচু
করে রেখে বাইনোকুলার চোখে ধরলাম । কারটি একটি উঁচু ঢালের পেছনে
হারিয়ে গেলো...পুনরায় আবিভূত হলো...আবার বেরিয়ে এলো একটা বাঁক
ঘুরে ।

ওটা একটা ক্যাডিলাক, ঠিক আছে, কিন্তু ধূসর রংয়ের না-ডিপ মিন্ট গ্রিন ।

এরপরে অতিবাহিত করা সময়টা আমার জীবনের সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক
ত্রিশ সেকেন্ড; ত্রিশ সেকেন্ডটাকে মনে হলো ত্রিশ বছর । আমার ভেতরের
একটা অংশ তাৎক্ষণিক ভাবে পুরোপুরি অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্তে পৌছোল যে
ডোলান তার পুরোনো ক্যাডিলাকটি নতুন একটার সাথে বদল করেছে । নিশ্চিত
ভাবেই সে এই কাজটা আগেও করেছে, যদিও সে আগে কখনোই সবুজটার
সাথে বদল করেনি, কিন্তু এমন কোন আইন নেই যে করা যাবে না ।

অন্য অংশ প্রবলভাবে বিরুদ্ধিতা করলো যে ভেগাস থেকে এলএ-য়ের
পথে হাইওয়ে আর বাইওয়েগুলোতে যতরো ততরো ক্যাডিলা দেখা যায়,
একটা ক্যাডিলাক হলেই যে সেটা ডোলানের ক্যাডিলাক হবে সে সম্ভাবনা খুব
কম ।

ঘাম চোখে পরে আমার দৃষ্টি ছাপসা করে দিলো, বাইনোকুলার নামিয়ে
রাখলাম আমি । এই সমস্যা সমাধানে কোন ভাবেই সাহায্য করবে না ওটা ।
যে সময়ে আমি প্যাসেঞ্জারদের দেখতে পাব তখন দেরি হয়ে যাবে অনেক ।

ইতোমধ্যেই দেরি হয়েগেছে! ওখানে নেমে গিয়ে ডিটার সাইনটা নামিয়ে
ফেল! নয়তো তাকে ধরতে পারবে না!

যদি এখন তুমি সাইনটা লুকিয়ে ফেল তাহলে তোমার ফাঁদে কী ধরবে
আমাকে বলতে দাও: দুইজন বৃদ্ধ লোক এলএ যাচ্ছে তাদের ছেলে মেয়েদের
দেখতে এবং নাতিনাতিদের ডিজনিরল্যান্ড নিয়ে যেতে।

কাজটা করো! ক্যাডিলাকে সে আছে! তোমার একমাত্র সুযোগ এটা!

ঠিক। একমাত্র সুযোগ। তাই সুযোগটা নষ্ট করো না ভুল লোককে ফাঁদে
ফেলে।

ওটা ডোলান!

না, সে নয়!

‘থাম,’ আত্ননাদ করে উঠলাম আমি, মাথা চেপে ধরে। ‘থাম, থাম!’

আমি মোটরের শব্দ পাচ্ছি এখন।

ডোলান।

বুড়ো লোক।

মহিলা।

বাঘ।

ডোলান।

বৃদ্ধ

‘এলিজাবেথ, সাহায্য কর আমাকে!’ কাতরে উঠলাম আমি।

প্রিয়তম, ঐ লোকটা তার সারা জীবনে কখনোই সবুজ ক্যাডিলাকের
মালিক হয়নি। কখনো হবে না সে। নিশ্চিত ভাবেই ওটা সে নয়।

কেটে গেল মাথার ব্যাখ্যাটা। উঠে বৃদ্ধা আঙ্গুলি প্রসারিত করে দাঁড়ালাম।

ওটাতে বৃদ্ধ বসে নেই, বসে নেই ডোলানও। দেখে মনে হলো বারো
জনের মতো করিন ঠাসাঠাসি করে বসে আছে একজন প্রাণবন্ত বয়স্ক লোকের
সাথে, সে এখন পর্যন্ত আমার দেখা সবচেয়ে বড় কাউ বয় হেট আর কালো
ফস্টার গ্রাউ পড়ে আছে। করিনদের একজন আমাকে মুনিং করলো (বাকা
হয়ে নগ্ন প্রসাদ ভাগ প্রদর্শন)।

আস্তে করে আমার ভেতরের গোমট ভাবটা কেটে গেলো, বাইনোকুলার
বের করে ধরলাম আবারো।

এবং দেখলাম সে আসছে ।

কোন ভুল নেই । কোন বাধা ছাড়াই রাস্তার যে দর্শনটা পাচ্ছি আমি তার দূরবর্তী প্রান্তে যে ক্যাডিলাকটা বাঁক ঘুরে আসছে-উপরের আকাশের মতোই ধূসর দেখাচ্ছে ওটা, কিন্তু চমৎকার ভাবে আলাদা করা যাচ্ছে পূর্বদিকের ঘোলা ধূসর জমিনে ।

ওটা হচ্ছে সে-ডোলান । আমার দীর্ঘ সময়ের সন্দেহ আর সিদ্ধান্তহীনতা তাৎক্ষণিক ভাবে দূর হলো এবং বোকা বনে গেলো । ওটা ডোলান, আর তা জানার জন্য আমাকে ধূসর ক্যাডিলাকের ভেতরে দেখতে হবে না ।

জানি না সে আমার গন্ধ পেয়েছে কিনা, কিন্তু আমি তার গন্ধ পাচ্ছি ।

সে আসছে এটা জানাতে অনবরত ভোতা ব্যথা করতে থাকা পা তোলে দৌড়াতে সহজ হলো ।

বড় ডিটার সাইনের দিকে দৌড়ে গিয়ে সেটায় ধাক্কা দিয়ে নালায় ফেললাম । ওটার উপরে দিয়ে দিলাম বালু রংয়ের একটি ক্যানভাস, তারপরে হাতের তালুতে করে বালু নিয়ে ওটার সাহায্যকারী পোস্টের উপরে ছড়িয়ে দিলাম । পুরো চিত্রটা নিখুঁত হলো না ,কিন্তু মনে হলো এতে কাজ হবে ।

তারপরে আমি দৌড়ে গেলাম রাস্তার দ্বিতীয় উঁচু চূড়াটায় যেখানে আমার ভেনটা রেখে এসেছি । ওটা এখন শুধুমাত্র চিত্রের অন্য একটি অংশ-একটি যান যা মালিক সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত ফেলে গেছে, সে কোথাও গিয়েছে, এক হয় নতুন টায়ার আনতে নয়তো পুরোনোটা ঠিক করাতে ।

ক্যাবের ভেতরে ঢুকে টানটান হয়ে আড়াআড়ি শুয়ে পরলাম সিটে, আমার বুক ধপধপ করতে লাগলো । আবারো মনে হলো সময় বিস্তৃত হচ্ছে । সেখানে শুয়ে থেকে ইঞ্জিনের শব্দের জন্য কান পাতলাম, কিন্তু শব্দ আসে না, আসে না এবং আসে না ।

তারা ঘুরে গেছে । সে যে কোন ভাবে একেবারে শেষ মুহূর্তে তোমার বাতাস পেয়েছে...কিংবা কোন কিছু বেখাপ্পা লেগেছে তার কাছে নয়তো তার লোকদের কারো কাছে...এবং ঘুরে গেছে তারা ।

আমি সিটের উপরে শুয়ে আছি, যন্ত্রণাদায়ক একটা ব্যথার স্রোত লম্বালম্বি

আমার পিঠ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। চোখের পাতা কুচকে শক্ত করে চেপে ধরেছি আমি যেন কোনভাবে আমাকে ভালো শুনতে সাহায্য করবে ওটা।

এটা কী কোন ইঞ্জিনের শব্দ?

না-বাতাস, এখন এতো জোরে প্রবাহিত হচ্ছে যে হঠাৎ হঠাৎ বাতাসের সাথে বয়ে আসা বালু ভেনের গায়ে লাগছে।

আসছে না। ঘুরে গেছে নয়তো ফিরে গেছে।

গুধুমাত্র বাতাস বইছে।

ঘুরে গেছে নয়তো ফিরে গে-

না। ওটা গুধু বাতাস না।

এটা একটা মোটর, শব্দটা বাড়ছে, এবং কয়েক সেকেন্ড পরে একটি যান-মাত্র একটি যান-শা করে পেরিয়ে গেলো আমাকে।

উঠে বসে স্টিয়ারিং হুইল আঁকড়ে ধরলাম আমি-কিছু একটা ধরতে হতো আমাকে-এবং স্থির দৃষ্টিতে তাকলাম উইন্ডশীল্ড দিয়ে, চোখ স্ফীত হয়ে উঠলো আমার, কামড়ে ধরলাম ঠোঁট।

দুসর ক্যাডিলাক উঁচু চূড়াটা পেরিয়ে নিচের দিকে সমতল বিস্তৃত রাস্তার দিকে ধাবমান হলো, পঞ্চাশ মাইল কিংবা তার চেয়েও সামান্য বেশী বেগে চলছে। কখনোই ব্রেক লাইট জ্বলে উঠলো না। একেবারে শেষ প্রান্তেও না। তারা একটুও দেখলো না, ধারনাও পেল না সামান্যতম।

যা ঘটল তা হলো: তাৎক্ষণিক ভাবে মনে হলো ক্যাডিলাকটা যেন রাস্তা দিয়েই চলছে। দৃষ্টিভ্রমটা এতোটাই সন্তোষজনক ছিলো যে মুহূর্তের জন্য আমিও বিভ্রান্ত হয়ে ধক্কে পড়ে গেলাম যদিও এই ছলটা আমি নিজেই তৈরি করেছি। ডোলানের ক্যাডিলাকটা হাবক্যাপ্ পর্যন্ত ডেবে গেল রুট ৭১-য়ে, এবং তারপরে ডোর প্যানেল পর্যন্ত। একটা অদ্ভুত অনুভূতি যদি GM কোম্পানি বিলাশবহুল সাবমেরিন বানাতো তাহলে এমনটাই দেখাতো ওগুলো ডুবে যেতে।

ক্যানভাসের নিচের কাঠের তক্তা কারের চাপে ভেঙ্গে পরার শব্দ শুনতে পেলাম আমি। শব্দ পেলাম ক্যানভাস ছিঁড়ে ফেটে যাওয়ার।

পুরোটা ঘটতে তিন সেকেন্ডের মতো সময় লাগলো, কিন্তু এই তিন সেকেন্ড সময়টা সারা জীবন মনে রাখবো আমি ।

আমার মনে হলো ক্যাডিলাকটা এখন ওটার ছাদ আর উপরের দুই তিন ইঞ্চি পোলারাইজড উইন্ডো দৃশ্যমান অবস্থায় ছুটে চলেছে । তারপর একটা প্রচণ্ড ধপ আওয়াজের সাথে কাঁচ ভাঙ্গা আর স্টীল দুমড়ে মুচরে যাওয়ার শব্দ হলো । বিপুল পরিমাণ ধূলা ধোঁয়ার মতো আকাশে উঠে গেল এবং ছড়িয়ে পরলো বাতাসের তোড়ে ।

আমার তৎক্ষণাত সেখানে যেতে মন চাইলো, কিন্তু আগে ডিটারটা ঠিক অবস্থায় নিতে হবে । আমি চাই না কেউ আমাদের মাঝে বিঘ্ন সৃষ্ট করুন ।

ভেন থেকে নেমে টায়ারটা টেনে নামালাম পেছনে থেকে । টায়ারটা হুইলে লাগিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব লাগ-নাট লাগালাম আঙ্গুল দিয়ে । আরো ভালো করে টাইট করে নিতে পারবো আমি পরে । এর মাঝে আমার শুধু ভেনটাকে নামিয়ে নিয়ে ডিটার যেখানে হাইওয়ে ৭১ থেকে আলাদা হয়েছে যেখানটায় যাওয়া দরকার । জেক থেকে বাম্পার নামিয়ে খুড়িয়ে খুড়িয়ে দৌড়ে ভেনের ক্যাবে ঢুকলাম তাড়াতাড়ি ।

বাতাস প্রবাহের শব্দ পাচ্ছি আমি ।

আর দূর থেকে রাস্তার আয়তাকার গর্ত থেকে শব্দ পাচ্ছি কারো উচ্চ স্বরে ডাকার...কিংবা হয়তো চেষ্টাচ্ছে ।

দাঁত বের করে হেসে ভেনের ভেতরে ঢুকলাম আবার ।

দ্রুত রাস্তার ঢালে নেমে এসে ভেনটাকে মাতালের মতো সামনে পিছে নিয়ে অবস্থান ঠিক করে রাখলাম । বেরিয়ে এসে পেছনের দরজা খোলে রোড কৌনগুলো নামিয়ে স্থাপন করলাম আগের জায়গায় । কান খাড়া রাখলাম আওয়ান যানবাহনের শব্দ শুনার জন্য, কিন্তু শক্তিশালী হয়ে উঠেছে বাতাস । যে সময়ে আমি আওয়ান গাড়ির শব্দ পাবো ততক্ষণে ওটা বাস্তবিক অর্থেই আমার গায়ের উপরে উঠে যাবে ।

নালায় নামতে শুরু করলাম আমি, হোচট খেয়ে সটানে পড়ে গিয়ে পিছলে একেবারে তলায় চলে এলাম । বালু রংয়ের ক্যানভাস কাপড়টা ধাক্কা দিয়ে

সরিয়ে টেনে উপরে তোললাম বড় ডিটার সাইনটা। আবার পূর্বের অবস্থানে স্থাপন করলাম ওটা, তারপরে ভেনের কাছে ফিরে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে লাগিয়ে দিলাম পেছনের দরজা। এ্যারো সাইনটা পুনস্থাপনের কোন অভিপ্রায় আমার ছিলো না।

আবার চালিয়ে রাস্তার পরবর্তী উঁচু চূড়ায় ফিরে এসে থামলাম ডিটার থেকে দৃষ্টিসীমার বাইরে আমার পুরোনো জায়গাটায়। নেমে এসে পেছনের চাকার লাগ-নাট টাইট করলাম এবার টায়ার-আয়রন ব্যবহার করে। চিৎকার করে ডাকাডাকি বন্ধ হয়েছে কিন্তু আর্তনাদ নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই :ওটা আগের চেয়ে বেড়েছে।

সময় নিয়ে ভালো করে নাট টাইট করলাম আমি। চিন্তিত হওয়ার কোন কারন নেই যে তারা ওখানে থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে আক্রমণ করবে কিংবা পালিয়ে যাবে মরুভূমিতে, কারন তারা বেরিয়ে আসতে পারবে না। একেবারে ঠিকঠাক ভাবে কাজ করেছে ফাঁদটা। ক্যাডিলাকটা এখন চাকার উপরে দাঁড়িয়ে আছে খুঁড়ে বের করা গর্তের দূরের প্রান্তে, দুই পাশে চার ইঞ্চিরও কম ফাঁকা জায়গা নিয়ে। ভেতরে থাকা তিন জন লোক কোন মতে ঠেলে ঠুলে একটা পা বের করার চেয়ে বেশী দরজা খোলতে পারবে না। জানালাগুলোও খোলতে পারবে না কারন পাওয়ার-ড্রাইভ করছিলো তারা। ব্যাটারীর প্লাটিক আর ধাতু চেন্টা হয়ে গেছে আর এসিড ইঞ্জিনের কোথাও ছড়িয়ে গেছে।

ড্রাইভার আর স্টেগান সিট হয়তো দুমড়ে মুচড়ে গেছে, কিন্তু সেটা নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন না; সেখানে এখনো একজন বেঁচে আছে, আমি জানি ডোলান সব সময় পেছনের সিটে বসে ভ্রমণ করে এবং সিট বেল্ট বাধে ভালো নাগরিকের যেমনটা করা উচিত।

সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত লাগ-নাট টাইট করলাম, তারপরে ভেন চালিয়ে ফাঁদের চওড়া অগভীর প্রান্তের কাছে গিয়ে নামলাম।

পুরোপুরি জঞ্জাল হয়ে গেছে সামনের দিকটা। ছাদটা কুচকে জায়গায় জায়গায় উঁচু হয়েগেছে। মেটাল, প্লাটিক আর পাইপে ইঞ্জিনের জায়গাটা

তালগোল পাকিয়ে গেছে এবং ঢাকা পড়েছে ধুলোবালি আর কাকরে ।

হিস হিস আওয়াজ হচ্ছিলো; কোথাও থেকে তরল পদার্থ চুইয়ে নেমে আসার শব্দ । বাতাসটাকে কড়া করে তোললো শীতল অ্যান্টিফ্রিজ অ্যালকোহল ।

উদ্ভিশিষ্ট নিয়ে আমি চিন্তিত ছিলাম । সব সময়ই একটা সুযোগ ছিলো যে ওটা ভেতর দিকে ভেঙ্গে যেতে পারে, এবং ডোলানকে যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা করে দিতে পারে মোচড়িয়ে বেরিয়ে যেতে । কিন্তু আমি কখনোই ততোটা চিন্তিত হই নি; আমি আপনাকে বলেছি ডোলানের কার সেই ধরনের বিশেষত্ব দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যা হীন স্বৈরশাসক এবং জঘন্য মিলিটারি লিডারদের লাগে । কাঁচটা ভাঙ্গার কথা নয় এবং ভাঙ্গেও নি ওটা ।

কেডির রিয়ার উইন্ডো আরো কঠিন কারন ওটার জায়গাটা ছোট । ডোলান ভাঙতে পারবে না ওটা-যে পরিমাণ সময় আমি তাকে দিচ্ছি, নিশ্চিত-এবং সে গুলি করতেও সাহস করবে না ওটায় । বুলেট-প্রুফ কাঁচে খুব কাছ থেকে গুলি করা প্রায় রাশিয়ান রুলেটের মতো জুয়া খেলা । গুলিটা কাঁচে একটি সাদা ছোট্ট ফুটকির মতো তৈরি করে প্রতিহত হয়ে আবার ফিরে আসবে কারে ।

আমি নিশ্চিত সে বেরিয়ে আসার একটা উপায় করতে পারবে যথেষ্ট পরিমাণ সময় আর সুযোগ দেওয়া হলে, কিন্তু এখানেই আছি আমি । কোনটাই তাকে দিব না ।

আমি লাথি দিয়ে ক্যাডিলাকের ছাদের উপরে ছিটিয়ে দিলাম এক পশলা ধুলোবালি ।

তাৎক্ষণিক ভাবে সাড়া পাওয়া গেলো ।

‘আমাদের একটু সাহায্য দরকার, পুজ । এখানে আটকে গেছি আমরা ।’

ডোলানের গলা । তাকে অক্ষত আর রহস্যময় শান্ত শুনালো । কিন্তু তার নিচে দৃঢ়ভাবে চেপে রাখা আতঙ্কটা ঠিকই অনুভব করতে পারলাম আমি । তার দুরাবস্থার জন্য করুনা বোধ করলাম । কল্পনা করতে পারলাম ক্যাডিলাকের পেছনের সিটে বসে আছে সে, তার লোকদের একজন আহত, সম্ভবত ইঞ্জিন ব্লক বিদ্ধ হয়েছে তার গায়ে, অন্যজন এক হয় মারা গিয়েছে আর নয়তো

সংজ্ঞাহীন।

আমি এটা কল্পনা করে একটা আতঙ্ক অনুভব করলাম যেটাকে আমি বলতে পারি সিমপেথটিক ক্রোসট্রাফোবিয়া। জানালায় ধাক্কা দাও-বাটন চাপ-কিছুই হবে না। দরজা দিয়ে চেষ্টা করো, এমন কী ধাক্কা দেওয়ার আগেই মাটি চেপে ধরবে একটা ভোঁতা শব্দ করে।

‘ওখানে কে??’

‘আমি,’ বললাম আমি, ‘তুমি যে সাহায্যটা খোঁজছো সেটা আমি নয়ই, ডোলান।’

আমি লাথি দিয়ে আরেক পশলা বালু কাকর ক্যাডিলাকের উপর দিয়ে আড়াআড়ি ছিটিয়ে দিলাম। এবার চিৎকার শুরু হলো যখন দ্বিতীয় বার কাকর শব্দ করে পরলো ছাদের উপরে।

‘আমার পা! জিমি, আমার পা!’

হঠাৎ করে সতর্ক শুনাল ডোলানের গলা। যে লোকটা বাইরে উপরে দাঁড়িয়ে আছে তার নাম জানে সে। পরিস্থিতিটা চূড়ান্ত বিপদজনক।

‘জিমি, আমি পায়ের হাড় দেখতে পাচ্ছি!’

‘চুপ করো,’ ডোলান ঠাণ্ডা গলায় বললো। আমার মনে হলো ক্যাডিলাকের পেছনের ডেকে নেমে রিয়ার উইন্ডো দিয়ে তাকাতে পারি, কিন্তু বেশী কিছু দেখতে পাবো না, এমন কী ওটার উল্টো পাশে আমার মুখ লাগিয়েও না। কাঁচটা পোলারাইজড, ইতোমধ্যেই আপনাকে বলেছি তাকে দেখতে চাই না আমি। সে কেমন দেখতে আমি জানি। কী জন্যে দেখতে চাইবো তাকে? দেখার জন্য যে সে রোলেক্স আর তার ডিজাইনারের জিনস পড়ে আছে কি না?

‘বন্ধু, কে তুমি?’ জিজ্ঞেস করলো সে।

‘কেউ না,’ আমি বললাম। ‘খুব তুচ্ছ একজন মানুষ, যার খুব ভালো একটি কারন রয়েছে তোমাকে ওখানে ফেলার।’

হঠাৎ করেই রহস্যময় ভীত গলায় ডোলান বললো: ‘তোমার নাম কী রবিনসন?’

আমি এমন অনুভব করলাম যেন কেউ আমার পাকস্থলীতে সজোরে মুঠোঘাত করেছে। সে এতো দ্রুত সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছে, ভূমি থেকে শস্যদানা আলাদা করার মতো এতোশত আধা বিস্মৃত নাম আর মুখ থেকে বেছে একেবারে সঠিকটা তোলে নিয়েছে সে। তাকে কী আমি একটা পশু ভেবেছিলাম, পশুর সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে? এটার অর্ধেকটাও জানতাম না, জানলে যা করেছি তার সংকল্প করতাম না আমি।

আমি বললাম, ‘আমার নামে কিছু এসে যায় না। কিন্তু তুমি তো জান এখন কী ঘটবে, তাই না?’

যে লোকটা চিৎকার করছিলো সে আবারো শুরু করলো-মুখে গঁজলা নিয়ে চৈচাল ষাড়ের মতো।

‘এখান থেকে বাইরে নাও আমাকে, জিমি! এখান থেকে বাইরে নাও আমাকে! যিশুর দোহাই! আমার পা ভেঙ্গে গেছে!’

‘চুপ করো,’ ধমকালো ডোলান। তারপর আমাকে বললো: ‘আমি তোমাকে শুনতে পাচ্ছি না, যেভাবে চৈচাচ্ছে সে।’

আমি হাত দিয়ে হাঁটুর উপরে ভর দিয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িলাম। ‘বলছিলাম তুমি জানো কী ঘট-’

একেবারে ঠিক সময়ে পিছিয়ে আসলাম আমি। চারবার গুলি ছুটলো রিভোলভারের। আমি যেখানে ছিলাম সেখান থেকে প্রচণ্ড শব্দ পাওয়া গেল; কারের ভেতরে যারা ছিলো নিশ্চিত কানে তালা লেগে গেছে তাদের। চারটি কালো চোখ ফোটলো ডোলানের ক্যাডিলাকের ছাদে, আর আমি অনুভব করলাম কিছু একটা আমার কপালে বাতাস লাগিয়ে এক ইঞ্চি বাইরে দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

‘তোমাকে লাগাতে পেরেছি, উজবুক?’ জিজ্ঞেস করলো ডোলান।

‘না,’ আমি বললাম।

যে চিৎকার করছিলো সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। সামনের সিটে বসে আছে, তার হাত দেখতে পাচ্ছিলাম আমি, একজন ডুবে যাওয়া মানুষের হাতের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, দুর্বল ভাবে চাটি মারছে উইভশিশ্বে।

জিমিকে অবশ্যই বের করতে হতো তাকে , রক্তক্ষরণের সাথে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হচ্ছে, ব্যাথাটা তার সহ্যের বাইরে ।

আরেক জোড়া শব্দ হলো গুলির । চিৎকার বন্ধ করলো সামনের সিটের লোকটা । উইন্ডশিল্ড থেকে খসে পরলো হাত ।

ডোলান ভাবালুতা গলায় বললো । ‘আর যন্ত্রণা পাবে না ও, আমরাও শুনতে পাবো একে অপরকে কী বলছি ।

কিছু বললাম না আমি । হঠাৎ করে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম, অসাড় মনে হলো নিজেকে । এইমাত্র একজন মানুষকে খুন করেছে সে । সব রকমের সতর্কতা অবলম্বন করার পরেও তার ক্ষমতা সম্পর্কে আমার মনের মধ্যে যে একটা নিচু ধারণা ছিলো সেই ভাবনাটা জেগে উঠলো আবার ।

‘আমি তোমাকে একটি প্রস্তাব দিতে চাই,’ ডোলান বললো ।

আমি চেষ্টা করলাম নিজেকে সংযত রাখতে ।

‘বন্ধু, আছ?’

—এবং আরেকটু বেশী সময়ের জন্য নিজেকে সংযত রাখলাম ।

‘এই!’ তার স্বর যেন হোচট খেলো । ‘যদি তুমি এখনো উপরে থাক, আমার সাথে কথা বলো!’

‘আমি এখানে,’ শেষ পর্যন্ত বললাম । ‘ভাবছিলাম যে ছয়বার গুলি করেছে তুমি । আমার মনে হয়েছিলো হয়তো নিজের জন্য একটি বাঁচিয়ে রাখবে । কিন্তু সম্ভবতো ক্লিপে আটটি গুলি আছে, অথবা রিলোড আছে তোমার কাছে ।’

এখন তার স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পালা । তারপর:

‘তোমার পরিকল্পনা কি?’

‘মনে হয় তুমি ইতোমধ্যেই অনুমান করতে পেরেছ,’ আমি বললাম । ‘আমি সবশেষ ছত্রিশ ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় করব খুঁড়তে, আর এখন তোমাকে মাটি চাপা দিবো তোমার জঘন্য ক্যাডিলাকের ভেতরে ।’

তার কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক এখনো জেকে বসে নি । আমি চাচ্ছিলাম তাকে চেপে ধরুক ।

‘তুমি কী প্রথমে আমার প্রস্তাবটা শুনতে চাও?’

‘আমি শুনবো একটু পরে। তার আগে কিছু একটা আনতে হবে আমাকে।’

ভেনে ফিরে গিয়ে আমার শাভল নিলাম।

যখন ফিরে আসছিলাম ডাকছিলো সে ‘রবিনসন? রবিনসন? রবিনসন?’ যেন একজন মানুষ ডেড ফোনে কথা বলছে।

‘এখানে আমি,’ আমি বললাম। ‘তুমি বলে যাও শুনছি। আর যখন তোমার বলা শেষ হবে আমার পাণ্টা প্রস্তাবটা দেবো।’

যখন কথা বললো সে, তাকে আগের চেয়ে উল্লসিত শুনালো। যদি আমি পাণ্টা প্রস্তাব দেই তারমানে চুক্তির কথা বলছি। আর যদি আমি চুক্তির কথা বলি, তাহলে ইতোমধ্যেই বাইরে আসার পথে অর্ধেক চলে এসেছে সে।

‘তোমাকে এক মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব করছি আমাকে এখান থেকে বের করে নেওয়ার জন্য। কিন্তু যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ—’

আমি ছুড়ে দিলাম এক বেলচা ভরা কাকর মিশ্রিত বালু ক্যাডিলাকের রিয়ার ডেকের উপরে। নুড়ি পাথর লাফিয়ে গরিয়ে গেলো পেছনের ছোট জানালা থেকে। ট্রাকের লিড লাইনে প্রবেশ করলো কিছু।

‘কি করছো তুমি?’ তার কণ্ঠস্বর সতর্কতায় তিক্ত হয়ে উঠলো।

‘আলস হাত শয়তানের কাজ করে,’ আমি বললাম। ‘ভাবলাম শুনতে শুনতে নিজের কাজ করে যাই।’

আরেক বেলচা বালু তুলে নিয়ে ছুড়ে দিলাম।

এখন আগের থেকে দ্রুত কথা বললো ডোলান, তার স্বরে ব্যাকুলতা।

‘এক মিলিয়ন ডলার আর আমার ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা যে কেউ কখনো তোমাকে স্পর্শ করবে না...আমি না, আমার লোকেরা না, অন্য কারো লোকেরাও না।’

আমার হাতে এখন আর ব্যথা হচ্ছে না। চমৎকার ভাবে কাজ করতে পারছি। একের পর এক বেলচা ভরে মাটি ফেলে যাচ্ছি আমি, এবং পাঁচ মিনিটের মাঝে বালুতে ঢাকা পরলো ক্যাডিলাকের পেছনের ডেক। মাটি

কেটে তোলে আনার চেয়ে অনেক সহজ হচ্ছে আবার গর্তে ফেলা, এমন কী হাত দিয়েও ।

থেমে বেলচায় ভর দিয়ে একটু সময়ের জন্য দাঁড়ালাম ।

‘কথা বলে যাও ।’

‘দেখ, এটা পাগলামী,’ সে বললো । আর এখন আমি তীব্র আতঙ্কের প্রকাশ দেখলাম তার গলায় । ‘আমি বলতে চেয়েছি এটা শুধুই পাগলামী ।’

‘তুমি ঠিকই ধরেছ,’ বলে আরো বালু ছুড়ে দিলাম ।

আমার মনে হয় যেকোন মানুষের চেয়ে বেশি সময় নিজেকে ধরে রেখেছিলো সে, স্বাভাবিক ভাবে যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছে—তারপরে রিয়ার উইন্ডোতে যত বালু গাদা হয়ে উঠছিলো ততোই বিচ্যুতি ঘটলো তার, একই কথা পুনরাবৃত্তি করলো, আলোচনার গোড়ায় ফিরে গেলো বারবার এবং শুরু করলো তোতলামি । একবার প্যাসেঞ্জার ডোর যতোটুকু খোলা সম্ভব খোলে গেলো এবং ধরাম করে বাড়ি খেল গর্তের পাশের দেওয়ালে । আঙ্গুলের গাটে কালো লোম আর দ্বিতীয় আঙ্গুলে একটা রুবী বসানো আংটিওয়ালা হাত দেখতে পেলাম আমি । দ্রুত বেলচা ভরে বুর বুরে মাটি খোলা জায়গাটায় ছুড়ে দিলাম । চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে ঝটকা টানে দরজাটা আবার বন্ধ করে ফেললো সে ।

তারপর ভেঙ্গে পরতে খুব একটা দেরি হয় নি তার । আমার মনে হয় নেমে আসতে থাকা বালুর ক্রমাগত শব্দই তাকে কাবু করেছে । আমি নিশ্চিত এটাই ।

শব্দটা অবশ্যই ক্যাডিলাকের ভেতরে খুব জোরে হয়েছে ।

বালু আর নুড়ি পাখরগুলো ছাদের উপরে পড়ে গড়িয়ে জানালার উপর দিয়ে গিয়ে নিচে পরছিলো । শেষ পর্যন্ত সে অনুধাবন করলো যে সুসজ্জিত এইট—সিলিন্ডার ফুয়েল ইঞ্জিন কফিনের ভেতরে আরাম দায়ক গদিতে বসে আছে ।

‘বাইরে নাও আমাকে!’ তিঙ্ক স্বরে কেঁদে উঠলো সে । ‘দয়াকর! এটা সহ্য করতে পারছি না আমি । বাইরে নাও আমাকে!’

‘তুমি কি সেই পাল্টা প্রস্তাবটার জন্য প্রস্তুত?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

‘হ্যা! হ্যা! জিও! হ্যা! হ্যা!’

‘চিৎকার কর! এটাই পাল্টা প্রস্তাব। আমি এটাই চাই। চোঁচাও আমার জন্য। যদি তুমি যথেষ্ট জোরে চোঁচাও, তোমাকে বেরুতে দিব আমি।’

সে প্রচণ্ড তিঙ্ক স্বরে চোঁচালো।

‘ভালো হয়েছে!’ আমি বললাম। ‘কিন্তু এটা খুব ভালোর ধারের কাছেও নেই।’

আবারো খুঁড়তে শুরু করলাম, বেলচার পর বেলচা ভরে বালু মাটি ছুড়ে দিলাম ক্যাডিলাকের উপরে। কাঁদা মাটির ঢেলা উইন্ডশীল দিয়ে গরিয়ে ভরে ফেললো উইন্ডশীল-উইপার পট।

সে আবারো চিৎকার করলো, আগের চেয়েও জোরে এবং আমি চিন্তা করলাম যে একজন মানুষের পক্ষে কি এতো জোরে চিৎকার করা সম্ভবত যে তার বাকযন্ত্র ফেটে যাবে।

‘খারাপ না!’ বললাম, কাজের গতি আবারো দ্বিগুন করে। আমি হাসছিলাম পিঠে টিপটিপে ব্যথা হওয়ার পরেও। ‘তুমি হয়তো মুক্ত হওয়ার মতো জোরে চিৎকার করতে পারবে ডোলান-হয়তো সত্যি পারবে।’

‘পাঁচ মিলিয়ন।’ এটাই তার বলা শেষ কান্ডজ্ঞান সম্পূর্ণ কথা।

‘মনে হয় এতেও হবে না,’ উত্তর করলাম আমি। বেলচার উপরে নুয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িলাম এবং কপালের ঘাম মুছলাম ময়লার আন্তরণে ঢাকা পরা হাতের তালু দিয়ে। বালু মাটিতে কারের প্রায় এক পাশ থেকে অন্য পাশ ঢাকা পড়েছে। এমন দেখাচ্ছে যেন একটি বড় হাত দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরেছে ডোলানের ক্যাডিলাক। ‘কিন্তু যদি তুমি মুখ দিয়ে একটা শব্দ বের করতে পারো, যতোটা জোরে আট স্টিক ডায়নামাইট ১৯৬৮ মডেলের শেভরোলার ইগনিশন সুইচে লাগিয়ে রাখলে হবে, তাহলে আমি তোমাকে ওখান থেকে বের করে আনবো, আর তুমি আমার প্রতিশ্রুতির উপরে আস্থা রাখতে পারো।’

তাই চিৎকার করলো সে আর আমি বেলচা দিয়ে বালু ছুড়ে দিলাম। বার কয়েক সত্যি প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করলো সে যদিও আমি বিচার করে

দেখলাম দুই স্টিক ডাইনামাইট ১৯৬৪ শেভরোলের ইগনিশন সুইচে লাগালে যে শব্দ হবে কখনোই তার চেয়ে জোরে নয়। বড়জোর তিন।

ঘড়ি দেখলাম, সবে মাত্র বেলা একটা পেরিয়েছে। আবারো রক্ত ঝরছে আমার হাত দিয়ে, এবং বেলচার হাতলটা পিচ্ছিল হয়ে গেছে। বাতাসে তোড়ে ভেসে আসা কিছু নোংরা বালু আমার মুখে ঢুকে গেল, পিছিয়ে আসলাম আমি। উঁচু দিয়ে বয়ে চলা একট দমকা হাওয়া মরুভূমিতে অদ্ভুত অস্বস্তিদায়ক শব্দ তৈরি করলো-দীর্ঘ একঘেয়ে শনশন শব্দে বাতাস শুধু বয়েই চললো। এটা যেন একটা পাজি ভূতের শব্দ।

গর্তের দিকে ঝুকে পরলাম। 'ডোলান?'

কোন উত্তর নেই।

'চিৎকার করো, ডোলান।'

কোন উত্তর নেই প্রথমে-তারপরে ধারাবাহিকভাবে একটানা কর্কষ স্বরে কুকুরের ঘেউ ঘেউ এর মতো ডাকাডাকির আওয়াজ পেলাম।

'সন্তোষজনক!'

আমি ভেনে ফিরে গিয়ে ওটা স্টার্ট করে দেড় মাইল চালিয়ে যেখানে রাস্তার কন্সট্রাকশনের কাজ চলছিলো সেখানে আসলাম আবাবো। আসার পথে WKXR, Las Vegas চালু করলাম, একমাত্র এই স্টেশনটাই আমার ভেনের রেডিও ধরতে পারছিলো। বেরি মানিলো বললো যে তার লেখা গানটি সারা পৃথিবী গেয়েছে; মন্তব্যটি সন্দেহের সাথে গ্রহণ করলাম আমি। এরপরেই শুরু হলো আবহাওয়া সংবাদ। ঝড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস দিলো; ট্রাভেলার্স অ্যাডভাইজরি দেওয়া হয়েছে ভেগাস আর ক্যালিফোর্নিয়ার মাঝের প্রধান প্রধান সড়কগুলোতে। মারাত্মক ভাবে দেখতে সমস্যা হবে বালি ঝড়ে জন্য, ডিক্স জকি বললো, কিন্তু যে জিনিসটির ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সজাগ থাকতে হবে তা হলো উইন্ড-শিয়ার। আমি বুঝতে পারছিলাম কিসের কথা বলছে সে, কারন ইতোমধ্যেই ওটা ভেনের গায়ে ফিসফিসিয়ে যেতে শুরু করেছে।

এখানে আমার বাকেট-লোডার; ইতোমধ্যেই ওটাকে আমার নিজের ভাবতে শুরু করেছে। ওটার ভেতরে ঢুকলাম ব্যারি ম্যানিলোর সুর ভাজতে

ভাজতে, এবং নীল আর হলুদ তার দুটোকে স্পর্শ করলাম আবারো। সহজেই চালু হয়ে গেলো লোডারটা। এবার আর কোন গিয়ারে না রাখতে ভুল হলো না। ঝারাপ না। মগজে টিংকারের গলা শুনতে পেলাম আমি। তুমি শিখছো।

হ্যা। সব সময়ই শিখছিলাম আমি।

মিনিট ঝানিকের জন্য বসলাম আমি, বাকেট-লোডারের ইনজিনের শুড় শুড় শব্দ শুনতে শুনতে ভাবলাম ডোলান কী করেছে এখন। এটা সত্যিকার অর্থেই তার জন্য একটি বিরাট সুযোগ। রিয়ার উইন্ডো ভান্সার চেষ্টা করতে পারে সে কিংবা উইন্ডশীল্ড; সামনের সিটের উপরে হামাগুড়ি দিয়ে। দুটোর উপরেই কয়েক ফিট বালু কাকর ফেলেছি আমি, তারপরেও এটা সম্ভব। নির্ভর করেছে এখনো সে কতোটা উদ্যমী আছে তার উপর, আর এটা আমার পক্ষে জানা সম্ভব না। তাই ভাবারও মানে হয় না এ ব্যাপারে।

বাকেট-লোডারটা গিয়ারে ফেলে আমি হাইওয়ে দিয়ে চালিয়ে গর্তের ওখানে নিয়ে এলাম। যখন আমি ওখানে পৌঁছলাম গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে উৎকর্ষা নিয়ে নিচে তাকলাম, আধা শঙ্কিত ছিলাম যে মানুষের আকারের ইঁদুরের গর্ত দেখবো ক্যাডিলাকের উপরের মাটির আশ্রয়ে, সেখানে কাঁচ ভেঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেছে ডোলান।

আমি যেভাবে মাটির আশ্রয় ফেলে ঢাকা দিয়ে গিয়েছিলাম তার কোথাও কোন বিঘ্ন ঘটে নি।

‘ডোলান,’ যথেষ্ট পরিমাণ আগ্রহ নিয়ে ডাকলাম আমি।

কোন উত্তর এলো না।

‘ডোলান।’

কোন উত্তর নেই।

সে আত্মহত্যা করেছে, ভাবলাম আমি। এক ধরনের তিক্ত হতাশা বোধ করলাম। আত্মহত্যা করেছে কোনভাবে আর নয়তো ভয়ে মারা গেছে।

‘ডোলান?’

অট্টহাসির একটা স্রোত মাটির স্তূপ থেকে উঠে এলো; স্পষ্ট, অদম্য,

পুরোপুরি ঋটি অট্টহাসি । অনুভব করলাম আমার মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠলো । এই অট্টহাসিটা ছিলো একজন ভগ্ন হৃদয়ের মানুষের ।

সে হাসলো কর্কষ গলায় । তারপর চিৎকার করলো; আবার হাসলো । শেষবার দুটোই একসাথে করলো সে ।

ক্ষণিকের জন্য আমিও তার সাথে হাসলাম কিংবা চিৎকার করলাম, যাই হোক ।

তারপরে কেস-জরডানের ফিরে গিয়ে রেডটাকে নামিয়ে তাকে সত্যিকার অর্থেই ঢেকে দিতে শুরু করলাম ।

মাত্র চার মিনিটের মাঝে এমন কী ক্যাডিলাকের আকারটাই চলে গেলো । সেখানে থাকলো শুধুমাত্র বালুমাটিতে ভরা একটি গর্ত ।

মনে হলো কিছু একটা শুনলাম, কিন্তু বাতাসের আর লোডারের ইঞ্জিনের একই মাত্রার ধারাবাহিক গর্জনের শব্দের মাঝে ওটা কী ছিলো বলা কঠিন । হাঁটুতে ভর দিয়ে বাঁকা হলাম আমি; তারপরে সটানে শুয়ে পরলাম মাথা গর্তের অবশিষ্ট অংশে ঝুলিয়ে ।

নিচে, মাটি বালু কাকরের নিচে, এখনো হাসছে ডোলান । সেখানকার শব্দটা এমন শুনচ্ছিলো আপনি হয়তো কমিক বইতে পড়ে থাকবেন : হি-হি-হি, আহ-হা-হা-হা । সেখানে হয়তো কিছু কথাও বলছে । বলা শক্ত । যদিও আমি হেসে মাথা নাড়লাম ।

‘চিৎকার করো,’ আমি ফিসফিস করলাম । ‘চিৎকার কর যদি তুমি চাও ।’ কিন্তু হাসির সেই দুর্বল শব্দটা চলতেই থাকলো, জেলখানার ভেপূর মতো ।

হঠাৎ একটা অন্ধকার ছায়ায় আতঙ্কে জমে গেলাম-ডোলান আমার পেছনে! হ্যা, কোনভাবে ডোলান আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে! এখন আমি ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই সে আমাকে ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলে দিবে আর...

অনেকটা লাফিয়ে উঠার মতো পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়লাম, রুক্ষ খসখসে কিছু অস্তিত্ব অনুভব করলাম আমার ক্ষতবিক্ষত হাতে ।

বাতাসে বয়ে আসা বালুর ঝটকা লাগলো আমার শরীরে ।

সেখানে অন্য আর কিছু নেই ।

আমার নোংরা ব্যানড্যানা দিয়ে মুছে মুখ পরিষ্কার করে বাকেট-লোডারের ক্যাবে উঠে আবার কাজে মন দিলাম।

অঙ্ককার নামার অনেক আগেই ভরে গেলো কাটা জায়গাটা। সেখানে আরো মাটি অবশিষ্ট থেকে গেল বাতাসে উড়িয়ে নেওয়ার পরেও, কারন ক্যাডিলাক গর্তের অনেকটা জায়গা দখল করেছে। কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেল...খুব তাড়াতাড়ি।

আমার ভাবনার সুরটা ছিলো ক্লান্ত, দ্বিধান্বিত্ব এবং আধা বিকারগ্রস্ত যখন আমি লোডারটাকে সোজাসোজি ডোলানকে যেখানে করব দেওয়া হয়েছে তার উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে চললাম।

লোডারটা ওর আসল অবস্থানে নিয়ে এসে পার্ক করে আমার গায়ের শার্ট খোলে ক্যাবের সব মেটাল জাতীয় জিনিসগুলো ওটা দিয়ে ঘষে ঘষে মুছলাম আমার ফিংগারপ্রিন্ট মুছে ফেলার জন্য। ঠিক জানি না কেন এই কাজটা করলাম আমি, আজকের মতো একটি দিনে, যখন আমি চারপাশের আরো হাজারো জায়গায় ছাপ রেখে যাচ্ছি। তারপর, ঘন বাদামী-ধূসর আধো অঙ্ককারে ঢাকা ঝড়ো গোধূলী বেলায় আমার ভেনে ফিরে এলাম।

ভেনের পেছনের একটি দরজা খোলে দেখলাম ডোলান ভেতরে গুটিসুটি মেরে আছে কী না এবং টলোমলো পায়ে পিছিয়ে এসে চৌচালাম হাত উপরের দিকে ছুড়ে দিয়ে মুখের সামনে ঢালের মতো করে। মনে হলো আমার হৃদপিণ্ডটা বুকের ভেতরে বিস্ফোরিত হবে।

কেউ বেরিয়ে এলো না ভেনের ভেতর থেকে। দরজাটা আন্দোলিত হয়ে দড়াম করে বন্ধ হয়েগেল বাতাসের ঝাপটায় যেন কোন ভুতুড়ে বাড়ির সবশেষ শাটারটা পরলো। শেষ পর্যন্ত হামাগুড়ি দিয়ে এগুলাম আমি, হৃদপিণ্ডটা ধরফর করছে, এবং অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ভেতরে তাকালাম। সেখানে কিছুই নেই শুধু জিনিসপত্রের জঞ্জাল যেটা আমি ফেলে গিয়েছিলাম ওগুলো ছাড়া-বালু ভেসে যাওয়া রোড এ্যারো, জেক আর আমার টুলবক্স।

‘নিজেকে সংবরণ করতে হবে তোমাকে,’ মোলায়েম গলায় বললাম।
নিজেকে সংযত করো।

এলিজাবেথের গলা শুনার জন্য অপেক্ষা করলাম আমি, সোনা তুমি পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাবে...এধরনের কিছু একটা...কিন্তু বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু ছিলো না সেখানে।

আমি ভেনে উঠে চালু করে গর্তটার দিকে অর্ধেক পথ এগিয়ে গেলাম। অতোটুকু পথই যাওয়া সম্ভব ছিলো। যদিও জানতাম এটা প্রচণ্ড অহাম্মকি, আমি যেন ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত হতে শুরু করলাম ভেনের মাঝে ওত পেতে আছে ডোলান। আমার চোখ অনবরত রিয়ার ভিউ মিররের উপরে যেতে লাগলো, তার ছায়া ঝোঁজে বের করতে চেষ্টা করলো অন্য আরো ছায়ার মাঝে।

বাতাস যেকোন সময়ের চেয়ে শক্তিশালী হলো, ভেনটা স্পীংয়ের উপরে লাফাতে শুরু করলো বাতাসের তোড়ে। ধুলি ঝড় শুরু হলো মরুভূমিতে এবং তার ভেতর দিয়ে চালিয়ে যাওয়ার সময় মনে হলো যেন হেডলাইটের সামনে ধোঁয়া উড়ছে।

শেষ পর্যন্ত আমি রাস্তার এক পাশে চেপে পার্ক করে বেরিয়ে এলাম এবং লক করলাম দরজা। জানতাম এর মাঝে বাইরে ঘুমানোর চেষ্টা করা পাগলামি, কিন্তু ভেতরেও ঘুমোতে পারতাম না। কোনভাবেই পারতাম না। তাই আমি হামাগুড়ি দিয়ে ভেনের তলে ঢুকে গেলাম স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে।

পাঁচ সেকেন্ড পরেই ঘুমিয়ে গেলাম আমি, ওটার চেইন লাগিয়ে নিজেকে ভেতরে আটকে ফেলার।

যখন একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলাম, কিছুই মনে করতে পারলাম না ওটার-শুধু এটুকু বাদে যে কেউ গলা টিপে ধরেছিলো আমার-আবিষ্কার করলাম যে আমাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছে। আমার নাকের উপরে বালু, কানের ভেতরে বালু। বালু গলা পর্যন্ত নেমে এসেছে, শ্বাসরোধ করছে।

চিৎকার করে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম আমি, প্রথমে মনে হলো স্লিপিং ব্যাগটাই দুনিয়া। তারপর আমি দুম করে বাড়ি খেলাম ভেনের আভারক্যারিজে এবং দেখলাম মরিচা ধরা পাতলা লোহার চলটা খসে পরলো।

আমি গড়িয়ে বেরিয়ে এসে দেখলাম বাইরে ভোরের আলো ফুটছে। আমার শরীরের ওজন সবে যাওয়া মাত্রই স্লিপিং ব্যাগটা টামবাল উইডের মতো

উড়ে গেলো। বিস্ময়ে চোঁচিয়ে উঠে প্রায় বিশ ফিটের মতো আমি ওটার পিছু ধাওয়া করে গেলাম, অনুধাবণ করার আগ যে এটা দুনিয়ার সবচেয়ে আহাম্মকের কাজ হচ্ছে। দশ গজের চেয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে না, হয়তো তার থেকেও কম। পুরোপুরি ঢাকা পড়েছে রাস্তা। আমি ফিরে তাকালাম ভেনের দিকে প্রায় ক্ষয়ে গেছে ওটা, পুরোনো গাঢ় বাদামী ফটোগ্রাফের মতো দেখাচ্ছে।

দুর্বল পায়ে ওটার কাছে গিয়ে চাবি খুঁজে বের করে ভেতর ঢুকলাম। আমি থুতু ফেলছিলাম তখনো এবং গুরু কাশি হচ্ছিলো। মোটর ঘুরতে শুরু করলে আস্তে আস্তে চালিয়ে ফিরে চললাম যেভাবে এসেছিলাম আমি। আবহাওয়ার সংবাদের জন্য অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন ছিলো না; সবাই রিপোর্ট করতে পারবে এই আবহাওয়ার। নাভাডার ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ মরুঝড় হয়েছে। বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সব রাস্তাঘাট। নিরুপায় না হলে বাড়ি ছেড়ে বেরবেন না, এবং তারপরেও যে কোন ভাবে বাড়িতে থাকতে চেষ্টা করুন।

গৌরবান্বিত ফোর্থ।

ভেতরে থাক। তুমি একটা পাগল যদি এখন বের হও। বালুতে অন্ধ হয়ে যাবে।

এই সুযোগটা আমি নেবো। কবরটাকে চিরজীবনের জন্য ঢেকে দেওয়ার এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ-আমার সবচেয়ে উন্মোক্ত কল্পনাতেও আশঙ্কা করি নি যে হয়তো এমন একটা সুযোগ আমি পেতে পারি, কিন্তু সুযোগটা এখন সামনে চলে এসেছে, এবং এটা নিতে যাচ্ছি আমি।

তিনটা অথবা চারটা কন্মল আমি সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম। চওড়া করে একটি লম্বা ফালি ছিঁড়ে ফেলে বেধে নিলাম আমার মাথার চারপাশে। খ্যাপা বেদুইনদের মতো দেখাল আমাকে, বেরিয়ে এলাম।

পুরো সকালটা আমি অ্যাসফাল্টগুলো নালা থেকে তুলে এনে গর্তের উপরে বসানোর কাজে ব্যয় করলাম, চেষ্টা করলাম এতোটা পরিপাটি এবং সুবিন্যস্ত ভাবে করতে যেন একজন মিস্ত্রি দেওয়ালে আন্তরণ দিচ্ছে...কিংবা

গেঁথে তুলছে। নালা থেকে তুলে বয়ে নিয়ে আসাটা ভয়ঙ্কর কঠিন কোন কাজ ছিলো না, যদিও আমাকে প্রত্যেকটি অ্যাসফাল্ট ব্লক মাটি খুঁড়ে বের করতে হচ্ছিলো যেমন করে আরকিঅলজিস্ট নৃতাত্ত্বিক সামগ্রী শিকার করে, এবং প্রতি বিশ মিনিট পরপরই ভেনে ফিরে যেতে হচ্ছিলো বাতাসের সাথে বয়ে চলা বালুর হাত থেকে বাঁচতে এবং তিঙ্ক বিষাক্ত হুলের মতো বিধতে থাকা চোখকে বিশ্রাম দিতে।

আমি পশ্চিম দিকে গর্তের অগভীর প্রান্ত থেকে আস্তে আস্তে কাজ শুরু করেছিলাম ভোর ছয়টায় আর দুপুর সোয়া বারোটায় শেষ সতের ফুট কিংবা সেই রকম জায়গায় পৌঁছলাম। সে সময় নাগাদ বাতাস মরে আসতে শুরু করেছে এবং মাথার উপরে জায়গায় জায়গায় দেখতে পেলাম জমাট নীলচে মেঘ।

অনবরত বয়ে এনে ঠিক মতো লাগানোর কাজ করে চললাম। এখন আমি সেই জায়গাটার উপরে আছি আমার হিসেব মতো যেখানে ডোলান আছে। সে কী এতোক্ষণে মারা গিয়েছে? কতো ঘন ফিট বাতাস একটি ক্যাডিলাক ধরতে পারে? কতো তাড়াতাড়ি ঐ জায়গাটা একজন মানুষের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন যোগাতে অসমর্থ হবে, ধরে নিচ্ছি যে ডোলানের দুইজন সাথীর কেউই আর শ্বাস নিচ্ছে না?

মাটির উপরে হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়লাম। বাতাসে কেস-জরডানের ট্রেডের ছাপ ক্ষয়ে গেছে কিন্তু পুরোপুরি মুছে যায়নি; এই দুর্বল খাজকাটা দাগগুলোর নিচে কোথাও রোলেক্স পরিহিত একজন মানুষ আছে।

‘ডোলান,’ বন্ধুভাবাপন্ন গলায় বললাম, ‘মত পাল্টেছি আমি এবং ঠিক করেছি তোমাকে বেরুতে দেবো।’

কোন শব্দ পাওয়া গেলো না। নিশ্চত ভাবেই এতোক্ষণে মরে গেছে সে।

ফিরে গিয়ে আরেক টুকরা অ্যাসফেল্ট নিয়ে আসলাম আমি। ওটা স্থাপন করে যখন উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছি, মুরগীর ডাকের মতো ক্ষীণ একটা হাসির শব্দ মাটির আন্তরণ চুইয়ে বেরিয়ে আসতে শুনলাম।

মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে গুটিসুটি মেরে নিচু হলাম-যদি এখনো আমার

মাথায় চুল থাকতো, সেগুলো আমার মুখের উপরে ঝুলতো—কিছু সময়ের জন্য এভাবেই থাকলাম আমি। শব্দটা ক্ষীণ, সুরেলা নয়। যখন এটা থেমে গেলো, ফিরে গিয়ে আরেকটা অ্যাসফ্যাল্ট নিয়ে আসলাম আমি।

এই টুকরোটাতে একটি ভাঙ্গা হলুদ রংয়ের লাইন টানা ছিলো। একটা হাইফেনের মতো দেখাচ্ছিলো ওটাকে। হাঁটু ভেঙ্গে বসলাম আমি টুকরোটা নিয়ে।

‘ঈশ্বরের দোহাই লাগে!’ তিঙ্ক স্বরে কেঁদে উঠলো সে। ‘ঈশ্বরের দোহাই লাগে, রবিনসন!’

‘হ্যাঁ,’ হাসতে হাসতে বললাম আমি। ‘ঈশ্বরের দোহাই!’

অ্যাসফ্যাল্টের টুকরোটা আগেরটার পাশে স্থাপন করলাম আমি, এবং যদিও মনোযোগ দিয়ে শুনার চেষ্টা করলাম, তাকে আর শুনতে পেলাম না।

ভেগাসে আমার আবাসস্থলে ফিরে এলাম আমি রাত এগারোটোর সময়। ষোল ঘন্টা টানা ঘুমলাম। উঠে কফির জন্য কিচেনে যাওয়ার সময় ভেঙ্গে পরলাম, পোকার মতো মোচড়ামুচড়ি করলাম মেঝেতে, পিঠের বড় একটা মাংশপেশী সঙ্কুচিত হয়ে চেপে ধরেছে আমাকে। কোমড়ের কাছে পিঠের বাকা অংশটা আঁকড়ে ধরলাম এক হাতে এবং অন্য হাতটা কামড়ে ধরলাম আর্তনাদে চৈঁচিয়ে উঠা আটকাতে।

কিছুক্ষণ পরে হামাগুড়ি দিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম আমি-দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম একবার, কিন্তু এর পরিণাম আরেকটা বজ্রাঘাতের মতো হলো-এবং আমি ওয়াশট্যান্ড ধরে নিজেকে এতোটুকু টেনে তুললাম যেন মেডিসিন কেবিনেট থেকে দ্বিতীয় বোতল এমপ্রিন নিতে পারি।

তিনটা চুষে খেয়ে বাথটাব ভরতে দিলাম। টাব ভর্তির জন্য অপেক্ষা করলাম মেঝেতে শুয়ে। যখন ভরে গেলো, ঈষৎ মোচড়িয়ে নড়াচড়া করে পায়জামা খোলে কোন ক্রমে টাবে নামতে সমর্থ হলাম। পাঁচ ঘন্টা শুয়ে থাকলাম সেখানে, পুরোটা সময় প্রায় তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকলাম। যখন উঠে আসলাম, হাঁটতে পারলাম আমি।

খুব সামান্য।

একজন কাইয়ারৌপ্যাটারের (অস্থিসন্ধির বিশেষত মেরুদণ্ডের নিপুন সঞ্চালনের দ্বারা রোগ-চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ) কাছে গেলাম আমি। সে বললো আমার তিনটা স্লিপড্ ডিস্ক (দুই কশেরুকার মধ্যবর্তী তরুনাস্থির পর্দা ছিড়ে বেরিয়ে আসা কিংবা কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুতি) হয়েছে এবং মারাত্মক ভাবে সরে গেছে স্পাইনলের নিচের অংশটা। সে জানতে চাইলো সাকার্সের স্টেম্যানের বিকল্প হিসেবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কী না আমি।

আমার বাগানে খুঁড়াখুঁড়ি করে এমনটা ঘটিয়েছি তাকে বললাম।

সে ক্যানসাস সিটিতে যেতে বললো আমাকে।

গেলাম।

যখন অ্যানাসথিজিয়োলজিস্ট আমার মুখের উপরে রাবার কাপটা রাখলো, হিস হিস শব্দ করতে থাকা ভেতরের অঙ্গকার থেকে শুনতে পেলাম ডোলান হাসছে, ও জানে মারা যাচ্ছি আমি।

রিকভারি রুম ছিলো তরল সবুজ রংয়ের টাইল করা।

‘আমি কী জীবিত আছি?’ জিজ্ঞেস করলাম শুষ্ক কণ্ঠে।

হাসলো একজন নার্স। ‘হ্যাঁ।’ তার হাত আমার ভূ স্পর্শ করলো—আমার ভূটা উঠে প্রায় মাথার কাছাকাছি চলে এসেছে। ‘কেমন রোদে পোড়ে গেছ তুমি! হায় আল্লাহ! ব্যাথা করছে এখানে, নাকি এখনো ঔষধের ঘোরে অসাড়া হয়ে আছে?’

‘এখনো অসাড়া হয়ে আছে,’ আমি বললাম। ‘আমি কী প্রশ্ন বকেছি যখন ঘোরের মধ্যে ছিলাম?’

‘হ্যাঁ,’ সে বললো।

সারা শরীর বরফ হয়ে এলো। হাড়ে কাঁপুনি টের পেলাম। কী বলেছি আমি?

‘তুমি বলেছ, এখানে ঘুট ঘুটে অঙ্গকার। আমাকে বাইরে নাও!’ সে আবারো হাসলো।

‘ওহ্,’ আমি বললাম।

তারা কখনোই খুঁজে পাবে না ডোলানকে।

সেই ঝড়টা। আকস্মিক আসা ঝড়টা। আমি প্রায় নিশ্চিত পরবর্তীতে কী ঘটেছে সেখানে, যদিও আমার মনে হয় আপনি বুঝতে পারবেন যখন বলবো আমি কখনোই খুব কাছ থেকে যাচাই করে দেখি নি।

RPAV-মনে পড়ে? এটা হচ্ছে রাস্তায় পাথর বা ইটের আস্তরণ দেওয়ার কাজ। ঝড় পুরোপুরি বালু চাপা দিয়ে ছিল রুট ৭১-য়ের যে অংশটা ডিটার দিয়ে বন্ধ করা হয়েছিলো। রাস্তার কর্মীরা যখন পুনরায় কাজে যোগ দিয়েছে তারা দ্বিধা করে নি তৎক্ষণাত নতুন গড়ে উঠা বালিয়াড়িটা সরিয়ে ফেলেতে। কোন গাড়ি ঘোড়া ছিলো না তাই চিন্তাও করতে হয় নি। তারা বালুর উপরে চাষ দিয়ে একই সময়ে রাস্তার পুরোনো আস্তরণ তুলে ফেলেছে। যদি ডোজার অপারেটর লক্ষ্য করে থাকে চল্লিশ ফিটের মতো বড় একটি অংশের অ্যাসফাল্ট তার পরিচ্ছন্ন রোডের সামনে ভেঙ্গে যাচ্ছে প্রায় জ্যামেটিক আকারে, সে কিছুই বলে নি। হয়তো তার চোখে কোন কিছুই ছাপ ফেলছিলো না তখন। কিংবা তার প্রিয়তমাকে নিয়ে সন্ধ্যায় ঘুরতে বেরুনোর স্বপ্নে বিভোর ছিলো সে তখন।

তারপরে ডাম্পস্টারের লোডার ভরে নিয়ে এসেছে নতুন কাকর আর নুড়ি পাথর, এরপরে এসেছে স্প্রেডার আর রোলার। এগুলোর পরে এসে পৌছেছে সেই বড় ট্যাংকারটি, যেটার পেছনে চওড়া স্প্রেয়ার আগানো আছে গরম আলকাতরার গন্ধ মাখানো, অনেকটা জুতোর চামড়া গালানোর মতো। তারপরে যখন নতুন অ্যাসফাল্ট শুকিয়ে আসবে, তখন আসবে লাইন টানার মেশিন, রোদ নিবারক ছাতার নিচে বসে থাকা ড্রাইভার বারবার পেছন ফিরে তাকাবে নিশ্চিত হতে যে বিচ্ছিন্ন হলুদ লাইনগুলো যথার্থ সোজা হচ্ছে, জানবে না যে একটি ফগ-গ্রে ক্যাডিলাকের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে সে, যার ভেতরে তিনজন মানুষ আছে, জানবে না যে নিচের অন্ধকারে একটা রুবির আংটি আর একটি স্বর্ণের রোলেব্র আছে, যেটা হয়তো এখনো সময় গণনা করে চলেছে।

এই ভারী যানগুলোর কোন একটিতে প্রায় নিশ্চিত ভাবেই সাধারণ একটি ক্যাডিলাক ডেবে যেত; কাত হয়ে যেত এক পাশ, ভেঙ্গে পরার মচমচে শব্দ হতো আর তখন একদল লোক খুঁড়ে দেখত-তারা আবিষ্কার করে ফেলতো সবকিছু। কিন্তু ওটা সত্যিকার অর্থেই যতটা না কার ছিলো তারচেয়ে বেশী

ছিলো ট্যাংক, ডোলানের অতিসতর্কতা সবাইকে সুদূরে ঠেলে দিয়েছে তাকে খোঁজে পেতে ।

আগে হোক আর পরে ক্যাডিলাকটি একদিন অবশ্যই ভেঙ্গে পরবে, সম্ভবতো একটি সেমি (ট্রাক্টর আর ট্রেইলার লাগানো ট্রাক) পেরিয়ে যাওয়ার সময় তার ওজনের নিচে, এবং পশ্চিম পাশের লেন ধরে যাওয়ার সময় পরের গাড়িটি রাস্তায় একটি বড় ভাঙ্গা টোলের মতো দেখবে । এ ব্যাপারে অবহিত করা হবে হাইওয়ে ডিপার্টমেন্টকে এবং তখন সেখানে আরেকটি RPAV কাজ হবে । কিন্তু যদি সেখানে হাইওয়ে ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা হাজির না হয় ঠিক কী ঘটেছে তা দেখার জন্য এবং পর্যবেক্ষণ করে বের করতে যে একটি ট্রাকের প্রচন্ড ওজন রাস্তার নিচের কোন একটি ফোঁকা বস্তুকে ভেঙ্গে ফেলেছে, আমার মনে হয় তারা ধরে নিবে এই 'মাশ হোল' (এধরবের গর্তগুলোকে তারা এ নামেই ডাকে) তৈরি হয়েছে এক হয় তুষার থেকে নয়তো জমাট লবনের গম্বুজ ধুসে পড়ে, আর নয়তো সম্ভবতো মরুভূমির ভূমিকম্প থেকে । ওটা মেরামত করে দিবে তারা এবং আবার যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যাবে ।

ডোলান নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ প্রচার করা হলো ।

অশ্রুপাত হলো কিছু ।

লাস ভেগাস সানের একজন কলামিস্ট লিখলেন হয়তো সে কোথাও ডমিনো কিংবা পুল খেলছে জিমি হফার সাথে ।

হয়তো এটা সত্য থেকে খুব একটা দূরে নয় ।

খুব ভালো আছি আমি ।

আমার পিঠের অবস্থা এখন অনেকটা ভালো । কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমাকে যেন ত্রিশ পাউন্ডের উপরে কোন কিছু উত্তোলন না করি কোন সাহায্য ছাড়া, কিন্তু আমি একদল চমৎকার থার্ড গ্রেনেডের ছেলেমেয়ে পেয়েছি এ বছর, আর এটুকু সাহায্যই শুধু আমার চাওয়ার ছিলো ।

আমার নতুন আকুরা অটোমোবাইলে করে বেশ কয়েকবার সেই বিস্তৃত লম্বা রাস্তাটা দিয়ে আসা যাওয়া করেছি । একবার এমন কী থামিয়ে নেমে গিয়ে (উভয় দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরে যে রাস্তা পুরোপুরি ফাঁকা) এক জায়গায় প্রস্রাব করেছি, যেখানটা আমি নিশ্চিত সেই জায়গা । কিন্তু আমার তেমন একটা ফ্লো আসেনি, যদিও আমার কিডনি অনুভব করেছে ভরা, এবং

যখন চালিয়ে চলে এসেছি বারবার লক্ষ্য করেছি রিয়ারভিউ মিররে আমার এই অদ্ভুত ধারনাটা হয়েছে যে, এখনই পিছনের সিট থেকে বেরিয়ে আসবে সে, তার চামড়া পুড়ে কালো হয়ে দারুচিনি মতো রং হয়েছে এবং তার ঝুলির চামড়া হয়েছে মমির মতো, বালুতে ভরে আছে তার চুল, তার চোখ আর রোলেক্স ঝলমল করছে।

আসলে সেবারই আমি শেষ রুট ৭১-এ গিয়েছিলাম। এখন আমি ইন্টারস্টেইট দিয়ে যাই যখন পশ্চিমে যাওয়ার প্রয়োজন হয় আমার।

আর এলিজাবেথ? ডোলানের মতো সেও নীরব হয়ে গেছে। এতে স্বস্তি খোঁজে পেয়েছি আমি।



Aohor Arsalan HQ Release

**Please Buy The Hard Copy if You
Like this Book!!**